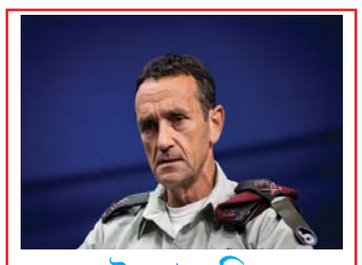

ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের পদত্যাগের ঘোষণা

সারে-জমিন

ডাইনি সন্দেহে দুই আদিবাসী মহিলাকে খুন

রূপসী বাংলা

বিশ্বের 'স্মার্টেস্ট' শহরগুলোতে জীবনযাত্রার ধরন ঠিক কেমন?

সম্পাদকীয়

ইসমাইল আল-জাজারির এলিফ্যান্ট ক্লক

রবি-আসর

ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল শুরু হল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
৩০ ভাদ্র ১৪৩১
১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 251 ■ Daily APONZONE ■ 15 September 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

জ্ঞানবাপি ভগবান বিশ্বনাথ, মসজিদ নয়: যোগী আদিত্যনাথ

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর একটি আদালত জ্ঞানবাপি মসজিদের সেলারটির ছাদে নামাজ (প্রার্থনা) নিষিদ্ধ করার জন্য হিন্দু পক্ষের আবেদন প্রত্যাখ্যান করার একদিন পরে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শনিবার বলেছেন, জ্ঞানবাপি আসলে 'বিশ্বনাথ' (ভগবান শিব) ছিল, মসজিদ নয়। গোরক্ষপুরে 'নাথ সম্প্রদায়' শীর্ষক একটি সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিত্যনাথ বলেন, দুর্ভাগ্যবশত লোকেরা জ্ঞানবাপিকে মসজিদ বলে। কিন্তু এটি আসলে ভগবান শিব।

বারাণসীতে ভগবান শিবের সঙ্গে আদি শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ নিয়ে হিন্দু পুরাণের একটি গল্পের উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এর আগেও আদিত্যনাথ হিন্দু মামলাকারীদের দাবিকে কার্যত সমর্থন করেছিলেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়কে 'ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন' করতে বলেছিলেন।

তিনি বলেন, জ্ঞানবাপীকে মসজিদ বললে বিতর্ক হবে। আল্লাহ যাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন তারা দেখুক, মসজিদের ভেতরে ত্রিশূল কী করছে? আমরা ওখানে রাখিনি, দেওয়াল (জ্ঞানবাপির) চিৎকার করছে। জ্যোতির্লিঙ্গ আছে, অনেক মূর্তি আছে।

আদিত্যনাথ পরে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এএসআই) রিপোর্টও উদ্ধৃত করেছিলেন, যারা বিতর্কিত জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়েছিল।

উল্লেখ্য, জ্ঞানবাপি মসজিদকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দশক ধরে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দুদের দাবি, সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের একটি অংশ ভেঙে ফেলেছিলেন। মুসলিম পক্ষের যুক্তি ছিল যে মসজিদটি আওরঙ্গজেবের রাজত্বের আগে বিদ্যমান ছিল।

মমতার করজোড়ে আর্জিতেও লাইভ সম্প্রচার জটলায় ভেস্তে গেল বৈঠক

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: নাটকীয় ঘটনার দিন হলেও শনিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সঙ্গে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের অচলাবস্থা অব্যাহত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে যাওয়া চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলকে শেষ পর্যন্ত বৈঠক না করেই ফিরে যেতে হয়েছে। উভয় পক্ষই দাবি ও পাল্টা দাবি করেছিল এবং একে অপরের কাছে অনুরোধ করেছিল।

কালীঘাটে দীর্ঘ টানাপোড়েন চলার পর জুনিয়র চিকিৎসকদের জেরে শনিবার সন্ধ্যার বৈঠক ভেস্তে গেল। শনিবার সন্ধ্যে সাড়ে ছটা নাগাদ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকদের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক শুরু করা নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। বৈঠকে যোগ দিতে উপস্থিত হন রাজ্যের মুখ্য সচিব, সরাষ্ট্র সচিব, ডিজি এবং রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কালীঘাটে বৈঠক শুরু হওয়ার সময় আন্দোলনকারীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বৈঠকের লাইভ সম্প্রচার করতে হবে বলে নতুন করে দাবি করতে শুরু করেন। ফলে বৈঠক শুরু হতে কিছুটা বাধা প্রাপ্ত হয়।। জুনিয়র চিকিৎসকরা সকলে বৈঠকে যোগ দেননি। কারণ তারা সঙ্গে করে দুজন ভিডিওগ্রাফারকে নিয়ে এসেছিলেন। যদি লাইভ সম্প্রচার না হয় তাহলে ভিডিওগ্রেফিকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিতে হবে। এই নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয় নতুন করে। বৈঠক শুরুর আগে থমকে যায়। শনিবার দুপুরে আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকরা ই - মেল করে যেকোনো সময় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে কোন স্থানে বৈঠকে বসার ইচ্ছে প্রকাশ করে। এই মেল পাঠানোর ৫২ মিনিটের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের জন্য স্থান ও সময় নির্ধারণ করে রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ পাল্টা ই- মেইল করেন পড়ুয়া চিকিৎসকদের। এদিকে আন্দোলনরত চিকিৎসকরা মোট ৩০ জনের প্রতিনিধি দল নিয়ে বৈঠক করতে চান বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারা সেই মতো কালীঘাটে হাজিরও হন।

কালীঘাটে হাজির হওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি আপনাদের সকলকে ভিতরে এসে বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। যেহেতু বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন, তাই আমরা লাইভ স্ট্রিমিংয়ের অনুমতি দিতে পারি না। আমি বৈঠকের ভিডিও রেকর্ড করব এবং সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি সাপেক্ষেই আপনাকে একটি অনুলিপি সরবরাহ করব। মমতা তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ুয়াদের ভিতরে আসার এবং বৃষ্টিতে ভিজতে না নেওয়ার আবেদন জানান।

মমতা আরও বলেন. আজকে তোমরা বলেছিলে যে তোমরা মিটিং চাও, তাই আমি অপেক্ষা করছি। তোমরা আমাকে এভাবে অপমান করছো কেন? দয়া করে আমাকে এভাবে অপমান করবে না। এর আগে তিনবার আমি অপেক্ষা করেছি কিন্তু তোমরা আসোনি। আমরা সভার কার্যবিবরণী রাখব, আমি স্বাক্ষর করব। স্বচ্ছতা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীর হাত জোড় করে অনুরোধ রাখলেন না আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক না করলেও জুনিয়র চিকিৎসকদের তার বাড়িতে এসে চা পান করার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু সেই আমন্ত্রণেও শেষ অব্দি সাড়া দেননি আন্দোলনরত পড়ুয়া চিকিৎসকরা। তবে মিটিংয়ের সরাসারি সম্প্রচার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি বলেন, তোমাদের ভিডিওগ্রাফি এখনই আমি দিতে পারছি না। মিটিং এর সব মিনিট নোট হবে এবং তা দেওয়া হবে। যদি বৈঠকে আসতে না চাও অন্তত বৃষ্টিতে ভিজো না বাড়ির দরজায় এসেছ এক কাপ চা খেয়ে যাও। যারা ভিজে গেছ তাদের জামাকাপড় দিচ্ছি তারা বদলে নাও। কেউ বৃষ্টিতে ভিজে অসুস্থ হয়েও না বারবার এই অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অচলাবস্থা চলার পর রাত ৯টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে বেরিয়ে যান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং রাজ্যের জুনিয়র স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কর্মকর্তারা চলে যাওয়ার পর বিক্ষোভরত চিকিৎসকরা জানান, তারা লাইভ রেকর্ডিং এবং ভিডিও রেকর্ডিং এড়িয়ে চলাসহ সরকারের সব দাবি মেনে নিয়েছিলেন।

তাদের দাবি তারা যখন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে এই বিষয়টি জানান তখন তিনি তাদেরকে বলেন, তিন ঘন্টা ধরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আর বৈঠক হওয়া সম্ভব নয়।

তারপর আন্দোলনরত চিকিৎসকরা জানানা, তারা অবশেষে রাজি হলেও, তাদের আবেদন রাখা হয়নি। তাই তারা ফের অবস্থান ধর্মঘটে ফিরে যাচ্ছেন এবং আলোচনা করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করবেন।

উল্লেখ্য, শনিবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে হাজির হয়েছিলেন সল্টলেকে জুনিয়ার চিকিৎসকদের অবস্থান বিক্ষোভ স্থলে। সেখানে গিয়ে তিনি নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী নয় একজন দিদি হিসেবে সম্বোধন করে বৈঠকের মাধ্যমে আলোচনা করে সমাধান সূত্র বের করে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে চলে যান। এর কিছু পরেই জুনিয়র চিকিৎসকরা বৈঠকে বসেন এবং তারা জানান তারা মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে বৈঠকে বসার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন।

মুহাম্মদ সা. গোটা বিশ্বের পথ প্রদর্শক: তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত

আপনজন ডেস্ক: তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি বলেছেন, পয়গম্বর মুহাম্মদ সা. যে পথ দেখিয়েছেন তা কেবল মুসলিমদের জন্য নয়, যারা বিশ্বজুড়ে শান্তিতে বসবাসের চেষ্টা করছেন তাদের জন্যও। তিনি জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, যারা বিষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে তাদের 'রাজনৈতিক এজেন্ডা' বাস্তবায়নের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। শনিবার অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মৌলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানির লেখা 'প্রফেট ফর দ্য ওয়ার্ল্ড' বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে রেবন্ত রেড্ডি বলেন, বিধানসভায় জনগণের কণ্ঠস্বর হওয়ার জন্য সর্বদা শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন হয়। তিনি আরও বলেন, লোকসভায় হায়দরাবাদের সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এমন এক বিরল নেতা যিনি সর্বদা গরিবদের সমস্যা নিয়ে আওয়াজ তোলেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কথা বললেও আমি সবসময় আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে নিয়ে গর্ব অনুভব করি।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

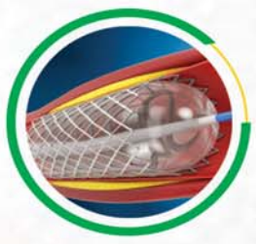

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

দাফন সম্পন্ন হল অনল আবেদিনের

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সমাজকর্মী অনল আবেদিন শুক্রবার শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। শনিবারসকালে বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর, দুপুর ২ টায় তার নিজের গ্রাম দৌলতাবাদ থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়া নওদাপাড়ায় পারিবারিক কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়। মুর্শিদাবাদ বীক্ষণ, ওভারল্যান্ড, আনন্দবাজার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি তিন দশকের বেশি সময় সাংবাদিকতা করেছেন। জেলার ইতিহাস, রাজনীতি ও সম্প্রীতি চর্চার অন্যমুখ অনল আবেদিনের অকাল প্রয়াণে শোকাহত সব মহল।

বহরমপুরে ‘ভাষা মেলা ২০২৪’

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হল জেলার প্রথম ‘ভাষা মেলা ২০২৪’। মুর্শিদাবাদের প্রতিটি চক্র থেকে একটি করে স্কুল অংশগ্রহণ করে এই ভাষা মেলায়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি পার্থ কর্মকার মহাশয়, মুর্শিদাবাদ শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান আশীষ মার্জিত, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সাধ্যানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সুদীপ্ত কুমার চক্রবর্তী, সুতি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সম্মানীয় অরিন্দম দত্ত ও আরও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। সুতি চক্রের ১২ নম্বর সাহাজাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ভাষা মেলায় অংশগ্রহণ করে ও তাদের মডেল প্রদর্শিত করে। এই মেলায় মানুষজনের ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল। ১২ নম্বর সাহজাদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সমগ্র অনুষ্ঠানটি রুপায়িত করেন পাপেটের মাধ্যমে।

মালয়েশিয়ায় দ্বীনি সফর

নুরুল ইসলাম খান ● ফুরফুরা

আপনজন: ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর হযরত আব্দুল হাই সিদ্দিকী আল কুরাইশী দীর্ঘ ১৩ দিনব্যাপী মালয়েশিয়ার দ্বীনি সফরে দারুল মেশকাত ফুরফুরা খানকা মালয়েশিয়া থেকে দরবার শরীফে পৌঁছেছেন।
কর্মসূত্রে বাংলাভাষী বহু মানুষ মালয়শিয়ায় বসবাস করছেন। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পীরসাহেব তাদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

হজ সচেতনতা

আপনজন: হাওড়ার বাগনাননের খাজজুটী মোল্লা পাড়ার যুবকবৃন্দের উদ্যোগে হজ সচেতনতা শিবির ও দোয়ার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়।

সিবিআই গ্রেফতার করল সন্দীপ ঘোষ ও টালা পার্কের ওসিকে

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন ওই হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ। এর পাশাপাশি টালা থানার দায়িত্বে থাকা তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মন্ডলকে ও গ্রেফতার করেছে সিবিআই। টালা পার্ক থানার ওই প্রাক্তন ওসি’র বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি এই অপরাধের তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছেন এবং ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দেরিতে এফআইআর রুজু করেছেন। এর আগে পড়ুয়া চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। তিনি এখন সিবিআই হেফাজতে। বর্তমানে আরজিকর কাণ্ডে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৩। আরজি করের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় গ্রেপ্তারের খবর স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্নায় বসা চিকিৎসকদের মধ্যে পৌঁছতেই তারা উচ্ছ্বাস দেখাতে শুরু করেন। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় আগেই সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। শুক্রবারও সন্দীপের পৈত্রিক বাড়ি এবং তার ঘনিষ্ঠ ঔষধ ব্যবসায়ীদের অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ ঘোষ কে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। ঘটনা ঘটার ৩৬ দিনের মাথায় প্রাক্তন অধ্যক্ষকে খুন ও ধর্ষণ মামলায় গ্রেফতার করার ঘটনায় জুনিয়র ডাক্তাররা মনে করছেন বিচারের দিকে এক পা এগলো সিবিআই।

রায়গঞ্জে বামেদের গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ

আপনজন: রায়গঞ্জের তিলোত্তমা মোড়ে ডি ওয়াই এফ আই, এস এফ আই এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেতৃত্বে সারারাত ব্যাপী গণ অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। যুব নেতা কলতান দাসগুপ্তের গ্রেপ্তার ও আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।
বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা তৃণমূলের বাহিনীর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে, মুখ ও বধির গৃহবধুর উপর হওয়া পাশবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তোলেন। আন্দোলনে ছাত্র-যুবদের পাশাপাশি শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছেন।
ডি ওয়াই এফ আই জেলা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ বর্মন জানিয়েছেন, “এ লড়াই অধিকারের লড়াই, সন্তান হারা বাবা-মায়ের দাবীকে মর্যাদা দিতেই এই অবস্থান বিক্ষোভ চলছে।” বিক্ষোভের মূল উদ্দেশ্য আর জি কর হত্যাকাণ্ডের সঠিক বিচার নিশ্চিত করা এবং কলতান দাসগুপ্তের মুক্তির দাবীতে প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করা। প্রচুর মানুষের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রজিৎ বর্মন, সাবিত্রী দাস, এবং বীবেক বর্মন। বিক্ষোভটি রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে।

সমুদ্রে ডুবন্ত বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের প্রাণে বাঁচালেন ভারতীয়রা

নকীব উদ্দিন গাজী ● নামখানা

আপনজন: গভীর নিম্নচাপ সমুদ্রে উত্তাল ডুবে যাওয়া বাংলাদেশি ট্রলারের মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করলেন ভারতীয় মৎস্যজীবীরা। জানা গিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকার কারণে এফ. বি. পারমিতা নামক একটি ভারতীয় ট্রলার সমুদ্র থেকে উপকূলে ফিরে আসছিল। ফিরে আসার সময় ওই ট্রলারের মৎস্যজীবীরা দেখতে পায় বেশ কয়েকজনকে মৎস্যজীবী সমুদ্রে ভাসছে। ভেসে থাকা ওই মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করেন ভারতীয় মৎস্যজীবী। এরপরই ভারতীয় মৎস্যজীবীরা জানতে পারেন, উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের মৎস্যজীবী। বাংলাদেশের পটুয়াখালী এলাকার বাসিন্দা বুধবার দিন আবহাওয়া খারাপ থাকার ফলে তাদের ট্রলারটি উল্টে যায় ডুবে যাওয়ার ফলে ওই ট্রলারে ঢাকা বাংলাদেশী মৎস্যজীবীরা ভাসতে ভাসতে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে যায় বলে জানা যায় বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের কাছ থেকে। এ বিষয়ে সুন্দরবন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্র থেকে ফিরে আসার সময় ভারতীয় মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে ভেসে থাকতে দেখতে পান। ১২ জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করে পাথরপ্রতিমার ফেরিঘাটে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে একজন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। উদ্ধার হওয়া মৎস্যজীবীদের পাথরপ্রতিমা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এরা সব বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার বাসিন্দা।

ডাইনি সন্দেহে দুই আদিবাসী মহিলাকে খুন ময়ূরেশ্বরে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: বিজ্ঞানের যুগে মানুষের ভাবনার অগ্রগতি ঘটলেও কিছু কিছু সামাজিকতার ক্ষেত্রে এখনো কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ।যার সন্দেহের বশীভূত হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে বহু প্রাণ। শুধু একটু সচেতনতার অভাবে এখনো পর্যন্ত কুসংস্কারের ধারা অব্যাহত।তাইতো ডাইনি সন্দেহে দুই আদিবাসী মহিলাকে মেরে ফেলে দিল কাদরের জলে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়ূরেশ্বর থানার হরিশড়া আদিবাসী পাড়ায়।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। সেখানে সরজমিনে তদন্ত করে ঘটনায় জড়িত থাকার কারণে ৬ জনকে আটক করেছে। মৃতদের মধ্যে লোদগি কিসকু বয়স আনুমানিক ৬০ বছর।অপরজন ডলি সরেন বয়স আনুমানিক ৩২বছর। নিহত দুজনেই হরিশড়া আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা।
গ্রামবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায় যে, ডাঙ্গাল নামে এক ব্যক্তি প্রথমে দুজনকেই বাড়ি থেকে ডেকে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসে। তারপর দড়ি দিয়ে বেঁধে বিবস্ত্র করে লাঠি দিয়ে প্রহার করতে থাকে। মারের চোটে দুজনের মৃত্যু হয়। এরপর সেখান থেকে মৃত অবস্থায় দুজনকে নিয়েই কান্দরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মর্গে পাঠিয়ে দেয়।জোড়া খুনের ঘটনায় গ্রামে রয়েছে চাপা আতঙ্ক। নতুন করে অশান্তি এড়াতে প্রচুর পরিমাণে পুলিশি টহলদারি শুরু হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা যায় যে,পিটিয়ে জোড়া খুনের অভিযোগ পুলিশ মোট ১৫ জনকে আটক করে।শনিবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক চার জনকে ছয় দিনের পুলিশি হেফাজত এবং বাকীদের ১৪দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বলে সূত্রের খবর।

নয় মৌজা সুবিহানিয়া হাই মাদ্রাসায় ওয়াকফ বিল বিরোধী সেমিনার

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: মালদায় ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সেমিনার হল সুজাপুরের নয় মৌজা সুবিহানিয়া হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে। এদিন শনিবার নয়মৌজা বাসীর পরিচালনায় যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির যৌথ সংসদীয় কমিটির ওয়াকাফ সংশোধনী ২০২৪ এর উপর জনসাধারণের মতামত প্রকাশ চাওয়া হয়েছিল তা কিন্তু যথাযথ ভাবে বহু মুসলিম জনসাধারণ সেই বিলের বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা মনে করছেন, জনগণের মতামত প্রাপ্তির পর এই বিলকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। ওই ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে প্রত্যাখ্যান করতে হলে আমাদেরকে গোটা দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই বিল পাশ হয়ে গেলে মুসলমানদের ধর্মীয় স্থান সমূহ সংরক্ষিত থাকবে না, ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে প্রত্যাখ্যান করার জন্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার একটি বিশেষ অংশ সুজাপুর নয়মৌজায় ওয়াকফ সংরক্ষণ সেমিনার। এদিনের সেমিনারে বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য মাওলানা আবু তালিব রহমানী, গৌর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাওলানা সাইফুদ্দিন, মুর্শিদাবাদের মানিকচক হাই মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা ড: মুহাম্মদ শরীফুজ্জামান। এছাড়াও সুজাপুর নয়মৌজা বাসীর পরিচালনায় সভাপতি সাজ্জাদ খান, সম্পাদক মুহাম্মদ হামিদুর রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক মুফতি মুহাম্মদ ফাহিম ও ড: মুহাম্মদ ফারিদুর রহমান, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মালদা জেলা সভাপতি হাফেজ ক্বারি মুহাম্মদ নাজরুল ইসলাম, এছাড়াও বহু স্থানীয় শিক্ষাব্রতী অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। এই সেমিনারের আয়োজক মুহাম্মদ হামিদুর রহমান বলেন, কেন্দ্র সরকার যে ওয়াকাফ বিল আনতে চলেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমাদের সুজাপুরের নয়মৌজা সুবহানিয়া হাই মাদ্রাসায় একটি প্রতিবাদ সভা। ভারতবর্ষে যে ওয়াকাফ এর অর্থাৎ মুসলমানদের সম্পত্তি যা ভারতবর্ষের মুসলমানরা দান করে গেছেন, মুসলমানদের কল্যাণ এর জন্যে, শিক্ষার, স্বাস্থের, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, কবরস্থান আরও কতকিছু জরিয়ে আছে আর এটাকে সরকার আইন করে ভাঙতে চাইছে। এটা মুসলমানদের সম্পত্তি অতএব এর রক্ষণাবেক্ষণ ও হিসাবপত্র ও উন্নয়নের কাজে লাগাবেন। মুসলমানদের সম্পত্তি কোনোভাবে অন্যদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না তার জন্যই আমাদের এই প্রতিবাদ। আমরা সরকারকে এটাই বলব যে বিল কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে এটা যেন প্রত্যাহার করেন এবং মুসলমানদের কাছে যুগের পর যুগ ধরে ছিল এভাবেই যেন চলে। এছাড়াও বলেন, এই বিল আটকাতে আমরা স্বাক্ষর গ্রহণ করছি এবং এই স্বাক্ষর করে ফোনের মাধ্যমে পাঠিয়েছি যা প্রায় সাড়ে তিনকোটি ছাড়িয়েছে। এরপরেও আমরা আরও স্বাক্ষর গ্রহণ করব ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাব এবং এর সুরাহার আবেদন জানাব।

সোনারপুরে ই-বর্জ্য প্ল্যান্ট হতে চলেছে

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সোনারপুর

আপনজন: গ্রামে গ্রামে কঠিন, তরল ও প্লাস্টিক বর্জ্য নিষ্কাশনের করার ইউনিট তৈরি হয়েছে। কিন্তু যে সব খারাপ বা পুরনো বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম পড়ে রয়েছে, সেগুলির কী হবে। এইসব সরঞ্জামের জন্যই সোনারপুরে রাজ্যের প্রথম বৈদ্যুতিন বা ই-বর্জ্য নিষ্কাশন ইউনিট চালু হতে চলেছে। বাম আমলে চালু হওয়া হার্ডওয়্যার পার্কে রাজ্য সরকারের টাকায় এই নয়া ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র আগামী বছরের জানুয়ারিতে শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি অবশ্য অনেক আগেই হাতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই কাজ এখনও সেভাবে শুরু হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম যেমন টিভি, মোবাইল,কম্পিউটার ইত্যাদি সংগ্রহ করে এখানে আনা হবে। সেগুলি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার চেষ্টা হবে। এই প্রকল্পে খরচ হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। প্রতিদিন ৬ মেট্রিক টন বর্জ্য পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে।

ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতু নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: কোচবিহার শহরের প্রবেশদ্বার ফাঁসিরঘাটে সড়ক সেতুর দাবিতে সাংগঠনিক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে ফাঁসিরঘাট সেতু আন্দোলন কমিটি। সেতুর দাবিতে চলতি মাসের শেষের দিকে কোচবিহারে নাগরিক কনভেনশন ও আগামী ডিসেম্বর মাসে কোচবিহার শহরে মহা মিছিল সংগঠিত করতে উপদেষ্টা আহম্মদ হোসেনের সভাপতিত্বে কমিটির দায়িত্বশীলদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কোচবিহার জেলার এক নং ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সাতমাইল শতীশ ক্লাব ও পাঠাগারের কনফারেন্স রুমে। এদিনের আলোচনায় সকলে একমত পোষণ করে যে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সেতু তৈরির বিষয়ে চরম উদাসীনতার ইতিহাস দীর্ঘ করে চলেছে। এর অবসান ঘটাতেই হবে। উদাসীন হয়ে থাকা সাংসদ ও বিধায়কদের জবাব দিতে তৈরি এই কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ।

হাওড়ার গ্রামীণ পুলিশের ‘প্রত্যাশা’

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শুক্রবার উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্র ভবনে হাওড়া গ্রামীন জেলা পুলিশের মহিলা পুলিশ কর্মচারীদের কর্মজীবনে নিরাপত্তা ও সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে আয়োজিত “প্রত্যাশা” নামক শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সমাজকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা পুলিশ কর্মীদের বড় দায়িত্বের কথা তুলে ধরেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙালিয়া। পাশাপাশি কর্মস্থল, পরিবার সহ বিভিন্ন জায়গায় এই সচেতনতার ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটাতে পরামর্শ ও দেন তিনি। এদিনের এই পুলিশ সুপার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হাওড়া গ্রামীণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডা.জর্জ অ্যালেন জন,হাওড়া জেলা প্রটেকশন অফিসার সুপর্ণা চক্রবর্তী, উলুবেড়িয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম ঘোষ,ডাঃ প্রলয় মজুমদার,ডাঃ সঞ্জয় ভট্টাচার্য,উলুবেড়িয়া থানার আইসি সঞ্জয় কুমার দে,পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায়,উলুবেড়িয়া মহিলা থানার আধিকারিকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বাঁশ বাগানে হাত বাঁধা দেহ উদ্ধার হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাত বাঁধা অবস্থায় বাঁশ বাগানে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল হাওড়ায়। খুনের অভিযোগ পরিবারের। মৃত ব্যক্তির নাম হারাধন পাল (৫০)। শুক্রবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। উত্তর মৌড়ী পালপাড়া এলাকার একটি বাঁশ বাগান থেকে দেহ উদ্ধার করে ডোমজুর থানার পুলিশ। ময়না তদন্তের জন্য দেহটি পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির দেহের বেশ কিছু জায়গায় রক্তের চিহ্ন দেখা গেছে বলে অভিযোগ। হাত বাঁধা অবস্থায় দেহটি এদিন উদ্ধার হয়। এই নিয়ে পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করেন। মৃত হারাধন পাল পেশায় ভ্যান চালক ছিলেন। বাড়ি থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ঝিকড়হাটি গ্রামে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: বড়ঞা থানার ঝিকড়হাটি গ্রামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল বড়ঞা থানার, পুলিস। পুলিস জানিয়েছে, মৃতের নাম তাপস কুমার পাল(৪২)। শনিবার সকালে পুলিস মৃতের বাড়ি থেকেই দেহটি উদ্ধার করে।
তিনি ওই গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই ঘটনায় পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই ব্যক্তি বাইরে থেকে নেশা করে বাড়ি ফেরেন। এরপর পরিবারের লোকজনের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরে ঘুমিয়ে পড়লেও সকালে পরিবারের লোকজন ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।

মাদ্রাসা পর্ষদ সেমেস্টার নিয়ে কর্মশালা করবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এ রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অধীনে মধ্যমিক সমতুল হাই মাদ্রাসার পাশাপাশি একই মান সম্পন্ন সিনিয়র মাদ্রাসাও রয়েছে একশতের বেশি। সিনিয়র মাদ্রাসা গুলির এর অধিকাংশকে দ্বাদশ মান (সমতুল বা ফাজিল মাদ্রাসা হিসাবে গণ্য করে একাদশ দ্বাদশ পড়ানো হয় মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফে। এই সমস্ত ফাজিল মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারি সুপার ইন্টেনডেন্ট কিংবা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে দুই দিন ধরে কর্মশালার আয়োজন করেছে পর্ষদ। এবছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একাদশ শ্রেণির মূল্যায়নে দুইটি সেমেস্টার পদ্ধতি চালু করছে। সমান্তরালভাবে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত সিনিয়র তথা ফাযিল মাদ্রাসা গুলিকেও একাদশ - দ্বাদশ শ্রেনীর জন্য সেমেস্টার পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের তরফে। বেগম রোকেয়া ভবন অর্থাৎ পর্ষদের এর পুরানো কার্যালয় হাজী মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারে (তালতলা) এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। আগামি ১৮ ও ১৯ সেপ্টেম্বর, বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দিন ধরে এই কর্মশালায় ফাযিল মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা থাকবেন।

চাম্পাহাটিতে অবরোধ অটো ইউনিয়নের

পার্থ কুশারী ● চম্পাহাটি

আপনজন: বারুইপুর স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মের এর কাছে অটো স্ট্যান্ড ইউনিয়ন ও চাম্পাহাটি অটো ইউনিয়ন তৃণমূল পরিচালিত দুটো অটো ইউনিয়ন এ দ্বন্দ্ব চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। এবার বারুইপুর অটো ইউনিয়নের বিরুদ্ধেঅভিযোগ তুলে রাস্তায় নামল চাম্পাহাটি অটো ইউনিয়নের লোকজন।
অবরোধকারীদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে বারইপুর অটো ইউনিয়নের লোকজন চার নম্বর প্লাটফর্মের কাছে ঢুকতে না দিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে দিচ্ছে বারুইপুর রেলগেট এর আগে। ফলে ক্ষতির স্বীকার হচ্ছে অটো চালকরা। অন্যদিকে চাম্পাহাটি অটো ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে স্টেশনের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে কোন ইউনিয়নের লোকজন প্যাসেঞ্জার তুলতে পারবে না। অভিযোগ গায়ের জোরে চামপাহাটি স্টেশন এর কাছ থেকে প্যাসেঞ্জার তুলে আনছে, বারইপুর অটো ইউনিয়ন পরিচালিত অটো চালকরা। বিধায়ক এর কাছে বলে কোন সুরাহা না হওয়ায় অবশেষে চাম্পাহাটি রোড অবরোধ করে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে চাম্পাহাটি অটো ইউনিয়নের লোকজন। যার ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ।

চাপড়ায় ব্লক কমিটি গঠন নিয়ে কংগ্রেসে দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: চাপড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটিকে অন্ধকারে রেখে নদিয়া জেলার অস্থায়ী সভাপতি অসীম কুমার সাহা চাপড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির নতুন সভাপতি নিযুক্ত করেছেন এ অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের মধ্যেই। এ ব্যাপারে চাপড়া ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দীন সেখ অভিযোগ কিরেন, আমি সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করিনি। সুতরাং এই মুহূর্তে দলের সমস্ত পদ অস্থায়ীভাবে চলছে তা সত্ত্বেও কিসের স্বার্থে নদীয়া জেলা কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি এইরকম দলীয় গঠনতন্ত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে কাউকে ব্লক সভাপতি নিয়োগ করে। পূর্বে জেলা সভাপতি তিনি নদিয়া জেলার বিভিন্ন ব্লকে দলীয় নিয়ম-কানুন অমান্য করে ব্লক সভাপতি নিযুক্ত করছেন আর তার ফলে দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয় বলে তিনি অভিযোগ জানান। তার দাবি, গত দুই বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক মনোজ চক্রবর্তীর লেটার হেডে রাজ্য থেকে একটা নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল। সেখানে বলা ছিল যে এই মুহূর্তে কোনো জেলা সভাপতি ব্লক সভাপতিদের নিয়োগপত্র দিতে পারবে না। তবুও নদিয়া কংগ্রেসের জেলা সভাপতি দলীয় গঠনতন্ত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অনৈতিক নিয়োগপত্র দিচ্ছেন।

প্রথম নজর

মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য কেবল শত্রুদের স্বার্থ রক্ষা করে: পেজেশকিয়ান

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের মাধ্যমে কেবল শত্রুরাই লাভবান হয়।

ইরাক সফররত পেজেশকিয়ান শুক্রবার বসরা নগরীতে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, আলেম-ওলামা ও শিক্ষাবিদদের এক সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে এ আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখি তাহলে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমাদের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। এ কারণেই শত্রুরা আমাদের মধ্যে ঐক্য চায় না এবং তাদের স্বার্থ আমাদের মধ্যকার মতপার্থক্য ও মতভেদের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

ইরানের প্রেসিডেন্ট আরো স্পষ্ট করে বলেন, 'কাজেই যে কথা ও আচরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হয় সেই কথা ও আচরণ শয়তানি আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।'

প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান বলেন, আমাদেরকে অতীতের মুসলিম গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে হবে। গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে মানবতার শত্রুর ইসরাইলের চলমান অপরাধযজ্ঞের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে যেতে পারি তাহলে ইসরাইল মুসলমানদের ওপর প্রতিদিন গণহত্যা চালাতে পারে না।

মাসুদ পেজেশকিয়ান ইউরোপের উদাহরণ তুলে ধরে বলেন, ইউরোপীয়রা ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে করেছে। কিন্তু এখন তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সীমান্তের বাধা প্রায় অপসারণ করে ফেলেছে। তিনি মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এর চেয়ে শক্তিশালী ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানান।

কোমোরোসের প্রেসিডেন্টকে ছুরিকাঘাত

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কোমোরোসের প্রেসিডেন্ট আজালি আসুমানিকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। দেশটির সরকার ও প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ তিনটি সূত্র জানিয়েছে, এ ঘটনায় তিনি সামান্য আহত হয়েছেন।

সরকারি মুখপাত্র ফাতিমা আহমাদেল সংবাদমাধ্যম এএফপিকে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রধান রাজধানী মোরোনির উপকণ্ঠে একটি এলাকা সালিমানি-ইতসান্দ্রায় হামলার শিকার হয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তিনি বিপদমুক্ত।

দেশটির প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে, প্রেসিডেন্ট আজালি আসুমানি একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সময় ছুরিকাঘাতে সামান্য আহত হন। সূত্রটি বলেছে, তার আঘাত গুরুতর নয়। হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির ঘনিষ্ঠ আরো দুটি সূত্র নিশ্চিত করেছে যে হামলার সময় প্রেসিডেন্ট সামান্য আহত হয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি দ্বিতীয় সূত্র সংবাদমাধ্যম এএফপিকে বলেছে, প্রেসিডেন্ট যথাযথ সেবা পেয়েছেন। তিনি বিপদমুক্ত। সূত্রটি যোগ করেছে যে আক্রমণকারী একজন তরুণ অ্যাকটিভ-ডিউটি জেন্ডারমে যিনি ২০২২ সালে নিয়োগ পান।

৬৫ বছর বয়সী আজালি একজন সাবেক সামরিক শাসক। তিনি ১৯৯৯ সালে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন।

জানুয়ারিতে দুই দিনব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের পর একটি বিতর্কিত ভোটের পর তিনি পুনর্নির্বাচিন হন। তার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদের অভিযোগ রয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাপ্রধানের পদত্যাগের ঘোষণা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল সেনাবাহিনীতে পদত্যাগের ঢেউ উঠেছে। এবার পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন দেশটির সেনাপ্রধান হারজি হালেভি।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ দলগুলির ইসরায়েলে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ব্যর্থতার দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দিতে চলেছেন তিনি। ডিসেম্বরের তিনি এই পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন।

ইসরায়েলের সম্প্রচারমাধ্যম চ্যানেল ১২ বলেছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের কার্যকরভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থতার তদন্তের উপসংহারেই এই সিদ্ধান্ত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হালেভি তার সহযোগীদের সাথে কথোপকথনের সময় তার পদত্যাগের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন।

ওই হামলা ঠেকাতে সেনাবাহিনীর ব্যর্থতা নিয়ে তদন্ত ডিসেম্বর নাগাদ শেষ করবে তেল আবিব। এ সময়ে লেবাননের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের সব প্রস্তুতিও শেষ করবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এর আগে ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী ইউনিট ৮২০০-এর কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়োসি সারিয়েল পদত্যাগের ঘোষণা করেছেন।

সারিয়েলে ইসরায়েল সেনাবাহিনীর সাত শীর্ষ কর্মকর্তাদের একজন। তিনিও ৭ অক্টোবরের ব্যর্থতার দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করেন।

২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাকে ইউনিট কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। গত তিন মাসে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর একাধিক কর্মকর্তা পদত্যাগ করেছেন।

আল-কায়েদার নেতৃত্ব দিচ্ছেন লাদেনপুত্র হামজা: গোয়েন্দা

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তান ভিত্তিক সশস্ত্রসংগঠন আল-কায়েদার প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা ওসামা বিন লাদেনের পুত্র হামজা বিন ওসামা জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি সংগঠনটির নেতৃত্বও দিচ্ছেন বলে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম দ্য মিররে প্রকাশিত ওই গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামজা তার ভাই আবদুল্লাহ বিন ওসামার সঙ্গে মিলে আল-কায়েদার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

ন্যাশনাল মোবিলাইজেশন ফ্রন্ট (এনএমএফ) নামে একটি তালেবানবিরোধী সামরিক জোট তাদের এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২১ সালে কাবুলে আশরাফ ঘানি সরকারের পতনের পর থেকে আফগানিস্তান বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এনএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামজা বিন ওসামা বিন লাদেনকে পাঞ্জশির প্রদেশের দারা আবদুল্লাহ খেল জেলায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে, যেখানে ৪৫০ জন আরব ও পাকিস্তানি যোদ্ধা তাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে।

তারা সতর্ক করে বলেছে, হামজার নেতৃত্বে আল-কায়েদা পুনর্গঠিত হচ্ছে এবং পশ্চিমা লক্ষ্যের ওপর ভবিষ্যৎ হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

যদিও এনএমএফ-এর প্রতিবেদনটি ২০১৯ সালে মার্কিন বিমান হামলায় হামজার নিহত হওয়ার দাবির সঙ্গে বিরোধপূর্ণ।

ওই প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, হামজা আল-কায়েদার তৎকালীন নেতা আয়মান আল-জাওয়াহিরির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতেন। যিনি ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পর সন্ত্রাসী সংগঠনটির দায়িত্ব নেন।

বাবা ওসামা বিন লাদেনের মতোই পুত্র হামজা বিন ওসামাকেও যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বৈশ্বিক সন্ত্রাসী হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে।

ওসামা বিন লাদেনকে ২০১১ সালে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন বিশেষ বাহিনীর অভিযানে হত্যা করা হয়। যিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে হামলার অনুমোদন দিয়েছিলেন। যে হামলায় প্রায় ৩ হাজার মানুষ নিহত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন একদল শিক্ষার্থী

দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান নিয়ে আলোচনায় বসছে মুসলিম ও ইউরোপীয় দেশগুলো

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল-ফিলিস্তিন চলমান যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের পথে অগ্রগতি আনার লক্ষ্যে স্পেন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন করছে। এই বৈঠকে মুসলিম এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর শীর্ষ মন্ত্রীরা অংশ নেবেন। বৈঠকটি শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

স্প্যানিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, এই বৈঠকটি মূলত গাজার পরিস্থিতি নিয়ে আরব-ইসলামিক কন্টাক্ট গ্রুপের সদস্যদের একত্রিত করবে। মিশর, কাতার, সৌদি আরব এবং তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। তবে কোন দেশের কোন প্রতিনিধি থাকবেন তা বিস্তারিত জানানো হয়নি।

স্পেনের শীর্ষ কূটনীতিক জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস এই বৈঠকের আয়োজন করছেন। মাদ্রিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের আগে স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ অংশগ্রহণকারীদের তার সরকারি বাসভবনে স্বাগত জানাবেন।

আরেকটি পৃথক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেপ বোরেলও এই বৈঠকে অংশ নেবেন। সেখানে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা আরও জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠকটি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য তৈরি করার চ্যালেঞ্জের দিকেও দৃষ্টি দেবে।

উল্লেখযোগ্য, মে মাসে আলবারেস এর আগে একটি কূটনৈতিক আলোচনা আয়োজন করেছিলেন যেখানে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। এতে মূলত পশ্চিম তীর এবং গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এদিকে ইসরায়েলের চলমান হামলায় গাজায় এ পর্যন্ত ৪১,১১৮ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন, যার অধিকাংশই নারী ও শিশু। শুরু থেকেই গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইউরোপে কট্টর সমালোচকদের মধ্যে স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ছিলেন অন্যতম।

কঙ্গোতে সামরিক আদালতের রায়ে তিন মার্কিন নাগরিকসহ ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর একটি সামরিক আদালতে তিন মার্কিন নাগরিকসহ ৩৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। চলতি বছরের মে মাসে একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থানের দায়ে তাদের এ সাজা দেয় হয়। সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট ফ্রেনি ইহুম বলেন, সন্ত্রাসী কার্যক্রম এবং হামলার জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রায় দেয়ার সময় তা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

আসামিদের মধ্যে- ব্রিটিশ, বেলজিয়াম এবং কানাডার একজন করে রয়েছেন। তাদের আপিলের জন্য পাঁচদিন সময় দিয়েছে আদালত। এছাড়া গত জুনে শুরু হওয়া এ মামলা ১৪ জনকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ছয় বিদেশি নাগরিকের আইনজীবী রিচার্জ বন্ড বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, মামলার তদন্তের সময় তার ক্লায়েন্টদের জন্য পর্যাপ্ত দোভাষী ছিল না। আদালতের রায়েল বিরুদ্ধে আপিল করা হবে।

সামরিক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ব্যর্থ অভ্যুত্থানে সশস্ত্র ব্যক্তিরা গত ১৯ মে রাজধানী কিনশাসাতে প্রেসিডেন্ট অফিস দখল করে নেয়। এ ঘটনায় ওই সশস্ত্র ব্যক্তিদের নেতা মার্কিন-ভিত্তিক কঙ্গোলিজ রাজনীতিবিদ ক্রিশ্চিয়ান মালাঙ্গা নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হন। এছাড়া ব্যর্থ অভ্যুত্থানে বন্দুকধারীদের হামলায় দুই নিরাপত্তাকর্মীও নিহত হয়।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্তদের মধ্যে ক্রিস্টিয়ান মালাঙ্গার ছেলে মার্সেল মালাঙ্গাও (২০) রয়েছেন। তিনি অবশ্য বিচারের সময় বলেছিলেন যে তিনি বাধ্য হয়ে এই হামলায় অংশ নিয়েছিলেন; কারণ তার বাবা ক্রিস্টিয়ান তাকে হুমকি দিয়েছিলেন যে হামলায় অংশ না নিলে তিনি মার্সেলকে হত্যা করবেন। কঙ্গোর আইন ও দণ্ডবিধিতে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ নয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্পেনে বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: গাজা যুদ্ধের অবসান ও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত নিরসনে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইউরোপের দেশ স্পেনে একটি বৈঠক হয়েছে। শুক্রবার মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে দুই ইউরোপীয় দেশের পাশাপাশি কয়েকটি মুসলিম দেশের নেতারা অংশ নেন।

সম্প্রতি নরওয়ে ও আয়ারল্যান্ডের পাশাপাশি ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় স্পেন। এরই ধারাবাহিকতায় দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের লক্ষ্যে শুক্রবার বৈঠকের আয়োজন করলো দেশটির সরকার। নরওয়ে ও স্লোভেনিয়ার দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল বৈঠকে অংশ নেন।

ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তাফার পাশাপাশি অংশ নেন মিশর, সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া ও তুরস্কের সমন্বয়ে গঠিত আরব-ইসলামিক কনট্যাক্ট গ্রুপ ফর গাজার সদস্যরা। তবে এখানে ইসরাইলের কোনো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।

বৈঠকের আয়োজক দেশ হিসেবে স্পেন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসানে দ্বিরাষ্ট্র সমাধান বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে ও সেই লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একটি স্পষ্ট সময়সূচী নির্ধারণের আহ্বান জানিয়েছে।

স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস সাংবাদিকদের বলেন, আমরা গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি এগিয়ে নিতে এখানে মিলিত হয়েছি। ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের মধ্যে সহিংসতা বন্ধের কার্যকরী উপায় বের করতেই আমরা আজ এখানে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা সমাধানের একটিই পথ, আর সেটা হলো দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের বাস্তবায়ন।

বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কথাকে কাজে রূপান্তর ও একটি দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সুস্পষ্ট সময়সূচীর দিকে অগ্রসর হওয়ার একটা পরিষ্কার ইচ্ছা দেখা গেছে। আলবারেস আরও বলেন, ইসরায়েলকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কারণ তারা আরব-ইসলামিক কনট্যাক্ট গ্রুপের অংশ নয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, যে কোনো আলোচনায় যেখানে শান্তি এবং দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধান নিয়ে আলোচনা হয় সেখানে ইসরায়েলকে পাশে পেলে আমরা আনন্দিত হবো।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৫ মি.

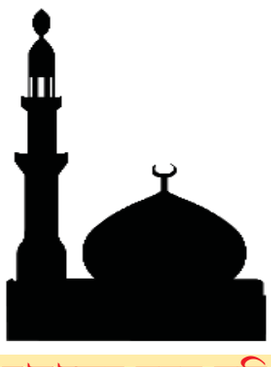

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০২	৫.২৩
যোহর	১১.৩৭	
আসর	৩.৫৬	
মাগরিব	৫.৪৫	
এশা	৬.৫৬	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

মায়ানমারে ভয়াবহ বন্যায় ৩৩ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: এশিয়ায় চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ইয়াগির আঘাতের পর ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত দেশ মায়ানমার।

এরইমধ্যে দেশটিতে অন্তত ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুই লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ইয়াগির আঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর মধ্যে মায়ানমারের রাজধানী নেপিদোও রয়েছে। জানা গেছে, বন্যার কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে বিদেশি সহায়তার অনুরোধ জানিয়েছে দেশটির ক্ষমতাসীন জান্তা সরকার।

গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ছয় ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করল রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতার অভিযোগে ছয় ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে রাশিয়া। তবে এই অভিযোগগুলোকে 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন' বলে উল্লেখ করেছে যুক্তরাজ্য। দেশটি দাবি করেছে, লন্ডনে মস্কোর কূটনৈতিক কার্যক্রম কমিয়ে দেওয়ার প্রতিশোধ নিতে রাশিয়া এ কাজ করেছে। রয়টার্স শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার সরকারী সফরে জো বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগেই এমন ঘোষণা দেয় মস্কো। বার্তাসংস্থা এপি জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে ইউক্রেন ইস্যু নিয়ে কথা বলেন স্টারমার। আলোচনায় তারা ইউক্রেনকে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলতে পারেন। রয়টার্সের তথ্য মতে, বাইডেন স্টারমারকে বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে সাহায্য করতে আপনার পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কারণ এটি ইউক্রেনকে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।' রয়টার্স জানিয়েছে, বাইডেন বা স্টারমার কেউই সাংবাদিকদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে কথা বলেননি।

পাকিস্তান সীমান্তের কাছে ইরানের ৩ সীমান্তরক্ষীকে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: ইরানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তে গত বৃহস্পতিবার হামলায় অন্তত তিনজন সীমান্তরক্ষী নিহত হয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে সুন্নি ইসলামিস্ট জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ আল-আদল। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে ।

সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্তের কাছে সিস্তান-বালুচেস্তান প্রদেশে মীরজাভেহতে এই হামলা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ইরনার বরাত দিয়ে খবরে বলা হয়েছে, গাড়িতে থাকা বন্দুকধারীরা সীমান্তরক্ষীদের গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। এতে দুই সেনা ও একজন অফিসার নিহত হয়েছে। এ ছাড়া এতে আহত হয়েছে বেসামরিক একজন ব্যক্তি।

এর আগে চলতি বছরের শুরুর দিকে জইশ আল-আদলের ওপর প্রতিশোধ নিতে পাকিস্তানে হামলা চালায় ইরান। সেইসময় পাকিস্তান এর কড়া প্রতিবাদ জানায় এবং ইরানে পাল্টা হামলা চালায়। এতে সেইসময় পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা শুরু হয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৫১ সংখ্যা, ৩০ ভাদ্র ১৪৩১, ১১ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে

'আমার এ ঘর বহু যতন করে/ ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে।' ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের দুইটি লাইন। মানুষের যখন ঘর থাকে তখন সেই ঘরে দিনে দিনে ধুলোময়লাও পড়ে। এখন কোনো গৃহকর্তা যদি অনেক দিন পর তাহার চতুষ্পার্শ্বের কোনায় কোনায় খোঁজখবর লইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে, যেইখানে তিনি হাত দিতেছেন সেইখানেই সমস্যা। সেই যে প্রবাদ রহিয়াছে–সর্বাঙ্গে ব্যথা, ঔষধ দিব কোথা? চারিদিকে কেবল সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যা নিরসনে সুবেহ সাদেকে উঠিয়া গৃহকর্তা যদি আবর্জনার পরিমাপ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এক পর্যায়ে তাহার মাথা মরুতপ্ত উষ্ণ দিনের মতো ক্রমশ গরম হইতে হইবে। ঊর্ধ্বমুখে চড়িতে থাকিবে পারদ। তাহার পর, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন–এই তপ্ত মাথায় কোনো সমাধান তো আসিবেই না, বরং সমস্যার স্তূপে চাপা পড়িয়া তাহার ব্রেইন স্ট্রোক হইয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ হঠাত্ রাগিয়া এমনই অস্থির হইয়া পড়েন যেন পারিলে তিনি পৃথিবীটাকেই ওলটপালট করিয়া দিবেন। মাথা গরমে কাহার ক্ষতি হয় বলা মুশকিল, তবে যিনি রাগেন, ক্ষতিটা তাহারই সবচাইতে বেশি হয়। সুতরাং মাথা ঠান্ডা রাখিবার কোনো বিকল্প নাই। কারণ, সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। ইংরেজিতে ইহাকে বলা হয়–পিস অব মাইন্ড ইজ এ মেন্টাল স্টেট অব কামনেস অর ট্রাংকুয়িলিটি। ইহা হইল উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাওয়া।

কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে উদ্বেগ-উত্কণ্ঠা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নির্জন বনে গিয়া বসবাস করিতে হইবে। আরণ্যিক যুগের সেই অরণ্যও নাই, সেই নির্জনতাও নাই। আমাদের চারিদিকে ছায়াযুদ্ধ, শীতলযুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতি। অথচ যেই সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তাহা করিতে মহান সৃষ্টিকর্তা নিষেধ করিয়াছেন। পবিত্র কুরআন শরিফে বলা হইয়াছে–'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি কোরো না।' (সুরা-২ আল-বাকারা, আয়াত : ১১)। মানুষ তো এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশ। মানুষকে মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করিলে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করা যায়। আবার বিশ্বপ্রকৃতির মাধ্যমেও চেনা যায় মানুষের প্রকৃতি। আমরা নৈর্ব্যক্তিকভাবে পুরা বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইব–যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ন্যূনতম দুইটি পক্ষের অস্তিত্ব থাকে। উজান হইতে জলস্রোত ভাটির দিকে গড়াইয়া পড়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বন্দ্বে। গ্রীষ্মের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রার হেরফের ঘটে। উষ্ণ বায়ু হালকা হইয়া ধাবিত হয় তুলনামূলক শীতল বায়ুর দিকে। তাহার সহিত জলীয়বাষ্প যুক্ত হইয়া সৃষ্টি হয় ঝড়ের। ঝড় শেষে ঠান্ডা হয় প্রকৃতি। উষ্ণতাও চলিয়া যায়, ঝড়ও থামিয়া যায়।

এই জগত্ এক সমস্যাসংকুল জায়গা। এইখানে পথে-পথে পদে-পদে বিপদ-আপদ ঝামেলা-জটিলতা ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে–সকল ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এই জন্য যখন কেহ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন তখন তাহাতে শপথ লইতে হয় যে, তিনি কোনো কাজ 'রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইয়া' করিবেন না। সুতরাং আমাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো কাজে 'রাগ-অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হইবার কোনো অবকাশ নাই। যদিও অনেকে ইহা স্মরণে রাখেন না। যাহারা রাখেন না, ইহা তাহাদের সমস্যা। নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদে আসীন থাকিবার যোগ্যতা থাকে না। তবে যেইখানে আগাছা অধিক, সেইখানে অনিয়মই নিয়ম হইয়া যায়। আর তাহাতেই যত অনিষ্ট ঘটে। তাহারাই সিলসিলা আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দেখিতে পাই। এই অবস্থায় আরো অধিক মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে। কারণ, প্রথমেই বলা হইয়াছে–সমস্যার সমাধান কখনো তপ্ত মাথায় আসে না, আসে ঠান্ডা মাথায়। সমস্যা সমাধানের জন্য হইলেও মাথা ঠান্ডা রাখিতে হইবে।

বিশ্বের 'স্মার্টেস্ট' শহরগুলোতে জীবনযাত্রার ধরন ঠিক কেমন?

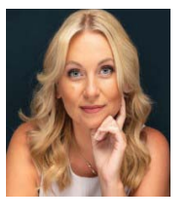

'স্মার্ট সিটি সূচক ২০২৪' অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা ১০টি স্মার্ট শহর হলো জুরিখ, অসলো, ক্যানবেরা, জেনেভা, সিঙ্গাপুর, কোপেনহেগেন, লুসান, লন্ডন, হেলসিংকি ও আবুধাবি। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই শহরগুলো 'স্মার্ট'? আর তার কোন বৈশিষ্ট্যই বা বাসিন্দাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্স ২০২৪'-এর তালিকায় থাকা পাঁচটি শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিল লিন্ডসে গ্যালোওয়ে বিবিসি প্রতিনিধি।

বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও পরিবেশগত পরিবর্তন পৃথিবীর প্রতিটা দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। শহরগুলো একটা সাসটেইনেবল বা টেকসই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে গিয়ে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। তবে কিছু শহর ইতিমধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ও উচ্চমানের জীবনযাত্রার কথা মাথায় রেখে 'স্মার্ট সমাধান' খুঁজে নিয়ে তা বাস্তবায়িতও করেছে, যা পৃথিবীর অন্যান্য শহরের জন্য একটা অনুসরণ করার মতো বিষয়।

বিশ্বের সবচেয়ে স্মার্ট শহরগুলোর একটা বার্ষিক তালিকা তৈরি করে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট (আইএমডি)।

অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তির ওপর ভিত্তি করে শহরগুলো কিভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে, তার নিরিখে তৈরি করা হয় 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্স'।

চলতি বছরে পঞ্চম বর্ষে পড়ল এই উদ্যোগ। ২০২৪ সালের তালিকা তৈরির জন্য ১৪২টি শহরের বাসিন্দাদের কাছে তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, গতিশীলতা, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও সুশাসন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। তার ওপর ভিত্তি করে পাওয়া নম্বর অনুযায়ী 'র‍্যাংকিং' হয়েছে।

উত্তর আমেরিকা বা আফ্রিকার একটি শহরও এই বছর শীর্ষ ২০টি শহরের তালিকায় জায়গা পায়নি। এর মধ্যে বেশির ভাগ শহরই ইউরোপ বা এশিয়ায় অবস্থিত।

'স্মার্ট সিটি সূচক ২০২৪' অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা ১০টি স্মার্ট শহর হলো জুরিখ, অসলো, ক্যানবেরা, জেনেভা, সিঙ্গাপুর, কোপেনহেগেন, লুসান, লন্ডন, হেলসিংকি ও আবুধাবি। কিন্তু ঠিক কী কারণে এই শহরগুলো 'স্মার্ট'? আর তার কোন বৈশিষ্ট্যই বা বাসিন্দাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্স ২০২৪'-এর তালিকায় থাকা পাঁচটি শহরের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছিল বিবিসি।

ক্যানবেরা

'স্মার্ট সিটি ইনডেক্স ২০২৪'-এ তিন নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরা।

কম বায়ুদূষণ, সবুজ ঘেরা জায়গার আধিক্য ও সংখ্যালঘু নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির উচ্চ অনুভূতি থাকার কারণে এই 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্স ২০২৪'-এ ভালো ফল করেছে ক্যানবেরা। ক্যানবেরার বাসিন্দা ব্রাইডেনের মতে, 'যা আসলে ক্যানবেরাকে অন্য জায়গার থেকে আলাদা করে তোলে সেটা হলো এখানকার মানুষের একে অন্যের প্রতি অনুভূতি।'

ব্র্যান্ড রেবেলিয়ন নামের কর্মশক্তি বিষয়ক পরামর্শদাতা সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা ডেভিড ক্যাম্পবেল ক্যানবেরার আধুনিক সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছেন। তার কথায়, 'শহরের স্মার্ট সিটি উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে স্মার্ট আলো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, যা ক্যানবেরার বিভিন্ন পরিষেবার দক্ষতা ও স্থায়িত্বকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে তুলেছে।' একই সঙ্গে জানিয়েছেন সেখানকার সহনাগরিকদের মধ্যে যে আন্তরিক বন্ধন রয়েছে তার কথাও।

ক্যাম্পবেল আরো বলেছেন, 'পারস্পরিক এই বন্ধন খুবই মজবুত এবং মানুষের মধ্যে একে অপরকে সাহায্য করার বা পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছাও প্রবল।

এই উষ্ণতাই একে (ক্যানবেরাকে) সেই জায়গা বানিয়ে তোলে যাকে আমরা আমাদের বাড়ি বলে থাকি।'

এই শহর সাসটেইনেবিলিটি বা স্থায়িত্বকে ভীষণভাবে গুরত্ব দেয় এবং সেই কারণেই প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকার বিষয়ে জোর দেওয়া হয় জানিয়ে তিনি আরো বলেন, 'পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও পুনঃবিকিরণযোগ্য উদ্যোগের দিক থেকে ক্যানবেরা উন্নত। ২০৪৫ সালের মধ্যে নেট জিরো এমিশন (নেট শূন্য নিঃসরণ) বাস্তবায়িত করার উচ্চাভিলাষ যে ক্যানবেরার রয়েছে তা এই অঞ্চলজুড়ে চলমান বিদ্যুতায়ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস ব্যবহার থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়।'

শহরকে বাসযোগ্য করে তুলতে যেমন প্রযুক্তির ব্যবহার করা হয়, তেমনই স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা ও অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার কথাও মাথায় রাখা হয়। উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ক্যানবেরায় সৃজনশীল উদ্ভাবনী পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্যও করে। শক্তিশালী উচ্চগতির ইন্টারনেট, সামগ্রিক সংযোগ 'রিমোট ওয়ার্ক'-এর মতো বিষয়গুলোকে আরো সহজ ও উন্নত করে তুলেছে। একই সঙ্গে উদ্ভাবনকেন্দ্র ও ক্যানবেরা ইনোভেশন নেটওয়ার্কের মতো কো-ওয়ার্কিং স্পেসে (এক ছাদের তলায় বিভিন্ন সংস্থার অফিস রয়েছে এমন ভবন) প্রযুক্তিগত বিকাশ ও বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে।

সিঙ্গাপুর

চলতি বছরে 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্সে' পঞ্চম স্থানে থাকা সিঙ্গাপুর গতবারের তুলনায় দুই ধাপ এগিয়েছে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে সেখানকার সুরক্ষা ব্যবস্থা (সিসিটিভি দিয়ে মোড়া), যা স্কুল ও ট্রাফিক ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণকে সহজ করে তোলে। একই সঙ্গে অনলাইন রিপোর্টিং ও নথি সংক্রান্ত কাজে দ্রুততাও এনেছে, যা সরকারি আমলাতন্ত্রের মতো বিষয়ের মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

ফিরদৌস সায়াজওয়ানি বলেন, 'ওপেন ডেটা ও যোগাযোগহীন পেমেন্ট প্রযুক্তির কৌশলগত ব্যবহারের ফলে সিঙ্গাপুরের গণপরিবহনব্যবস্থা ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে। একই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দা আর পর্যটক উভয় পক্ষের জন্যই যাতায়াতব্যবস্থাকে সহজ করে তুলেছে।'

সিঙ্গাপুরের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা সায়াজওয়ানি আরো জানান, সরকারি ও বেসরকারি দুই সংস্থাই ট্রাফিকের ধরন, বাস ও ট্রেনের সময়সূচি এবং স্টেশনে মানুষের ভিড় সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য প্রকাশ করে। এই তথ্য অ্যাপ বিকাশকারী সংস্থা ও নগর পরিকল্পনাবিদরা ব্যবহার করে থাকেন যাতায়াতসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান, যাত্রীদের ভ্রমণের রুট অনুকূল করা, সময় সাশ্রয় এবং সর্বোপরি শহরের যানজট হ্রাস করতে।

লুসান

চলতি বছরে সেরা স্মার্ট শহরের তালিকায় শীর্ষ দশের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে তিনটি সুইস শহর। ১ নম্বরে জুরিখ এবং ৪ নম্বরে রয়েছে জেনেভা। কিন্তু এদের তুলনায় কম যায় না ছোট শহর লুসান। 'স্মার্ট সিটি ইনডেক্সে' সপ্তম স্থানে থাকলেও নিজের আকারের তুলনায় বেশ ভালো ফল করেছে এই শহর, যার জনসংখ্যা দেড় লাখের কাছাকাছি। বাসিন্দাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা শহরের ভিতকে আরো মজবুত করেছে।

লুসান পর্যটনের জনসংযোগ ব্যবস্থাপক অলিভিয়া বোসহার্ট বলেন, 'আমি লুসানে থাকতে ভালোবাসি। কারণ এই ছোট শহরে সেই সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যা একটা বড় শহরে থাকে। এখানে সব কিছুই খুব কাছাকাছি, হেঁটে যাওয়া যায়। স্টেশন থেকে লেক জেনেভা যেতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় লাগে। আর শহরের কেন্দ্রে যেতেও লাগে ১৫ মিনিট।'

প্রকৃতির কাছাকাছি থাকাকে গুরুত্ব দেয় এই শহর। পার্ক, বাগান ও অন্যান্য সবুজে মোড়া জায়গায় প্রচুর বিনিয়োগ করা হয়। মোট ৩৬০ হেক্টর সবুজে ঢাকা জায়গা রয়েছে লুসানে এবং প্রতিবছর এক হাজার ৪০০টিরও বেশি নতুন গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়ে থাকে।

সানের কমিউনিকেশন ডিরেক্টর আলেক্সান বোর্নোজ বলেন, 'এ ছাড়া এই শহর দীর্ঘমেয়াদি উপায়ে ডিজিটাল উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই শহর ডিজিটাল প্রভাব কমাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তরকে সমর্থন করে।' বাসিন্দাদের ও পযটকদের ডিজিটাল পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন তিনি। তার কথায়, 'লুসানে ঘোরাঘুরি ও বসবাসের জন্য ব্যাবহারিক তথ্য খুঁজে পেতে একটা মোবাইল অ্যাপ আছে। বাসিন্দাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন এবং সংরক্ষণ, পরিবহন তথ্য ও ভ্রমণ, শহরের ওয়াইন বিক্রিসহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই অনলাইন পরিষেবা আছে।'

লন্ডন

এই তালিকায় ৮ নম্বরে আছে লন্ডন। গত বছরের তুলনায় দুই ধাপ নিচে নেমে গেলেও লন্ডন ভালো ফল করেছে তার অনলাইন পরিষেবা, বিশেষত পরিবহন বুক করা ও সহজেই ব্যবহারযোগ্য ওয়াই-ফাইয়ের কারণে।

উইনিং বিজনেস ইউকে লিমিটেড সংস্থার এমা অর বলেন, 'লন্ডনে পরিবহনের জন্য যেমন টিউব, বাস, নৌকা রয়েছে তেমনই রয়েছে বাইক ও স্কুটারও। একই সঙ্গে রেস্তোরাঁ, পাব, নাইট লাইফ, কনসার্ট এবং আরো অনেক কিছু আছে, যা সপ্তাহের প্রতিটা দিনকে আরো উপভোগযোগ্য করে তোলে।' লন্ডনের ৩২টি বরোতে ইলেকট্রনিক ভেহিকল বা ইভি চার্জিংয়ের (বৈদ্যুতিক যানবাহনের চার্জ করা) অবকাঠামো নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। কয়েক বছর ধরে এই শহরকে সাসটেইনেবিলিটি অর্জন করার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একাগ্রভাবে কাজ করতে দেখেছেন। তিনি আরো বলেন, 'ভবনের নকশা তৈরি এবং এনার্জি হারভেস্টিং, এই দুই ক্ষেত্রেই শহরজুড়ে স্মার্ট গ্রিড, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

সাসটেইনেবিলিটি অর্জন করতে এই শহর বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্যবহারের দিকে জোর দেয়। এই উদ্যোগ শহরের আলট্রা লো এমিশন জোন নীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, যার আওতায় গ্যাস নির্গমনকারী গাড়ির চেয়ে বৈদ্যুতিক গাড়ি চালানো কম ব্যয়বহুল করে তোলে।

আবুধাবি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবি এই বছর রয়েছে ১০ নম্বরে। রেটিংয়ের দিক থেকে গতবারের তুলনায় তিন ধাপ এগিয়েছে আবুধাবি। সহজ যাতায়াতব্যবস্থা এবং অনলাইন বুকিং, শহরের দরিদ্রতম অঞ্চলেও উচ্চ নিকাশি ব্যবস্থা, স্কুলে ডিজিটাল দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে আবুধাবি ভালো ফল করেছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এই শহরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন বলেও জানিয়েছেন।

বাসিন্দাদের কাছে শহরের পরিবহন ব্যবস্থার স্মার্ট ও সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য বেশ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া আবুধাবির বাসিন্দা ধনভিন শ্রীরাম বলেন, 'শহরের যানবাহন চার্জিং পরিকাঠামো ও স্বায়ত্তশাসিত ড্রাইভিং এখানকার যাতায়াতব্যবস্থাকে মসৃণ ও দক্ষ করে তুলেছে।'

এআই টুল প্রম্পট ভাইবস নামের একটা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামের কথায়, 'স্থলপথ, সমুদ্র, বিমান ও রেল পরিবহন যাতে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয় সে বিষয়টা নিশ্চিত করে ইন্টেলিজেন্ট মোবিলিটি সেন্টার। এই উন্নত ব্যবস্থা শুধু যানজটই কমায় না, পরিবেশের ওপর পরিবহনের নেতিবাচক প্রভাবও কমায়।'

সাসটেইনেবল উন্নয়ন মডেল হিসেবে নির্মিত মাসদার সিটির প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি। আবুধাবির মধ্যেই রয়েছে এই অত্যাধুনিক কিন্তু পরিবেশবান্ধব অঞ্চল। তিনি বলেন, 'এর (মাসদারের) নকশা আধুনিক প্রযুক্তি এবং ঐতিহ্যবাহী আরব স্থাপত্যের মিশেলে তৈরি। এমনকি গ্রীষ্মের ঝলসে যাওয়া মাসগুলোতেও প্রাকৃতিকভাবে ঠাণ্ডা পরিবেশ থাকে। ছাদে সৌর প্যানেলের ব্যাপক ব্যবহার সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করে, একে মধ্যপ্রাচ্যের বৃহত্তম ফোটোভোলটাইক স্থাপনার মধ্যে একটা করে তুলেছে।'

সৌ: বিবিসি

কমলা স্পষ্ট জিতেছেন, তবে ডানপন্থী প্রচারমাধ্যমকে ধিক

এমা ব্রকস

মঙ্গলবার রাতে কমলা আর ট্রাম্পের মধ্যে বিতর্ক হলো। ট্রাম্পের বিতর্ক উপস্থিত দর্শকদের কাছে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে তিনি উচ্চ পদের জন্য অনুপযুক্ত। আড়াই মাস আগে বাইডেন এমন এক বিতর্কে ভজকট বাধিয়ে ফেলেছিলেন; কিন্তু এমন হলেও ট্রাম্পের জন্য সমস্যা নয়। ভজকট পাকানো বরং ট্রাম্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ায়। এমনকি সবাই তাঁর এলোমেলো চিন্তাকেও স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়।

এই ট্রাম্পও পেনসিলভানিয়ার বিতর্কে সর্বনাশের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। কমলা যে বিতর্কে এত ভালো করেছেন, পরের দিন সেটি আর আশ্চর্য লাগেনি। আশ্চর্য লেগেছে যে এমন বুদ্ধিমান মানুষও তাহলে আছেন, যাঁরা কমলার এই উন্মাদ প্রতিপক্ষের পক্ষে ওকালতি করতে পারেন। আমি ভাবছিলাম কমলা হ্যারিসের স্নায়ুর কথা। এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিবেশে তিনি কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখলেন! বিতর্কের শুরুর মুহূর্তগুলোতে ভাইস প্রেসিডেন্টকে সত্যিই নার্ভাস মনে হয়েছিল; কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। আর প্রায় ১৫ মিনিট পরে ঘটনা ঘটতে লাগল। ট্রাম্প চোয়াল শক্ত করে, চোখ পাকিয়ে নিজেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। পারার কথাও নয়। তিনি কিনা হেরে যাচ্ছেন একজন নারীর কাছে?

পরের দিন আমেরিকান ডানপন্থী সংবাদমাধ্যম তার পাঠকদের জানাল যে বিতর্কে ট্রাম্প মোটামুটি ভালো করেছেন। তবে সঙ্গে ছিল অনেক অজুহাত। ট্রাম্পের দুর্বলতার এই খুব মৃদু স্বীকারোক্তিও কিন্তু এই সংবাদমাধ্যমের জন্য অস্বাভাবিক। ট্রাম্পপন্থী নিউইয়র্ক পোস্ট স্বীকার করেছে যে ট্রাম্প 'বিচলিত' হয়েছিলেন। তবে সেই সঙ্গে তারা এবিসি নিউজের বিতর্ক সঞ্চালকের অন্যায় আচরণ নিয়ে একগাদা অভিযোগও করতে ভোলেনি।

ট্রাম্প যখন নির্বিকারভাবে বলছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীরা লোকজনের পোষা প্রাণী ধরে খেয়ে ফেলছে অথবা ডেমোক্র্যাটরা শিশু হত্যা বৈধ করছেন, তখন এবিসির বিতর্ক সঞ্চালক ট্রাম্পের এসব নির্জলা মিথ্যা কথা থামিয়ে দিয়েছিলেন। এই একটা ভুল কাজ আসলেও এবিসির বিতর্ক সঞ্চালক করেছেন। তবে এটা ঠিক যে বিতর্কের সময় মনে হচ্ছিল, ট্রাম্প যেন ডানপন্থী পত্রিকা ন্যাশনাল এনকোয়ারার থেকে লেখা মুখস্থ করে এসেছেন।

'ফক্স নিউজ'-এ বিতর্ক-পরবর্তী পণ্ডিতি ছিল বেশি। খুব ব্যথিত মনেই তারা লিখেছে, 'কমলা বেশ ভালো করেছেন।' এদিকে শন হ্যানিটি কায়দা করে বললেন, 'আসলে যিনি হেরেছেন' তিনি হচ্ছেন এবিসি নিউজ। জেস ওয়াট্টার লিখলেন, যাঁরা বিতর্কে দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবছেন না যে দুজনের একজনও জেতার যোগ্য। তবে বলতে ভোলেননি যে 'স্মরণযোগ্য যা কিছু, তার সব বলেছেন ট্রাম্প।' কথা অবশ্য ঠিক। আশ্চর্য উদ্ভট কথা বলতে ট্রাম্পের জুড়ি নেই। এরপর ট্রাম স্বয়ং হাজির হলেন প্রচারমাধ্যমে। অভিযোগ করলেন যে বিতর্কে কারচুপি করা হয়েছে। যেকোনো প্রতিযোগিতায় হারলেই ট্রাম্প অবশ্য এ কথা বলেন।

সুপ্রজননবিদ্যার ভক্ত, পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক স্বীকার করেছেন যে ট্রাম্পের জন্য দিনটা ভালো ছিল না আর কমলা 'প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছেন'। একটু টিলেঢালাভাবে হলেও অন্য ট্রাম্প ভক্তদের চেয়ে ভালোভাবে মাস্ক সত্যটা অন্তত স্বীকার করেছেন। এরপর অবশ্য বলতে ভোলেননি যে 'কমলা হ্যারিস জিতে গেলে আমাদের আর কখনো মঙ্গল গ্রহে যাওয়া হবে না।' যদি ধরে নিই যে মাস্ক নিজেই মঙ্গলে যাত্রা করতে চাইছেন, আসলেও কমলার বিজয়ে তাহলে একটি ক্ষতি হয়ে যাবে।

এরই মধ্যে ডানপন্থী ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমে ট্রাম্পের ব্যর্থতার সাফাই শুরু হয়ে গেছে। বিতর্কের পর ডেইলি টেলিগ্রাফ বলছে যে 'কমলা নিজের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে এত কম বলেছেন যে তাঁকে জয়ের মালা দেওয়া কঠিন।' আসলেও কি তা-ই? ভাবুন দুজনের কথা। একজন নারী যিনি নভেম্বরে নির্বাচনে হেরে গেলে পরাজয় মেনে নিতে আপত্তি করবেন না, তা মোটামুটি নিশ্চিত। আরেক দিকে যিনি আছেন, তিনি হেরে গেলে চিৎকার-চেঁচামেচি থেকে লোক খ্যাপানো–কোনো কিছুই বাকি রাখেন না। তবু কিনা ডেইলি মেইল বলছে, 'দুজনেরই সমান করুণ অবস্থা!' যে প্রমাণ আমরা দেখলাম আর যা লেখা হচ্ছে–এই দুইয়ের মধ্যে এত ফারাক কেন? কারণ, আসল সত্য হচ্ছে বিতর্কের সময় মঙ্গলবার রাতে ট্রাম্পকে পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। রেগে গেলে তাঁর কাঁধ ঝুলে পড়ে, শরীর মোচড় দেয় আর এরপর পরিচিত সব বাক্য বের হয়ে আসতে থাকে মুখ থেকে। যেমন 'আমি তোমার মতো নই', বারবার 'ভয়ংকর' শব্দের ব্যবহার ইত্যাদি। ট্রাম্প বলেছিলেন যে বাইডেন কমলাকে 'ঘৃণা করেন, সহ্য করতে পারেন না'। তবে আমার কাছে ট্রাম্পের সবচেয়ে পাগলাটে কথা মনে হয়েছে, যখন তিনি সৌরশক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে বললেন, 'আপনি কখনো একটি সৌর প্ল্যান্ট দেখেছেন? যাহোক, আমি সৌরশক্তির একজন বড় ভক্ত।' কমলা বরাবর শান্ত ছিলেন। তাঁর হাসি সবার মনোযোগ কেড়েছে। নিউইয়র্ক পোস্ট অবশ্য সেই 'বাতিল করে দেওয়ার' হাসি ভালোভাবে নেয়নি। কারণ বোধ হয় এই যে সেই হাসি ট্রাম্পকে আরও অসংলগ্ন করে দিয়েছিল। আমার মতে, তর্কের সেরা মুহূর্তটি ছিল যখন কমলাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। অনেকের অভিযোগ, বিতর্কে তিনি আগে থেকে ঠিক করা কথার বাইরে যাননি। তবে গর্ভপাতের বিষয়ে তর্কের সময় মনে হয়েছিল, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাশিয়ার সম্প্রসারণবাদী নীতি নিয়েও এমন মনে হয়েছে, যখন তিনি ট্রাম্পকে বললেন, 'গণতন্ত্রের চেয়ে তাহলে আপনি শক্তিশালী নেতা বেশি পছন্দ করেন।'

এরপর কমলার ভাষার ধরন বদলে গেছে। সে পরিবর্তন সাধারণত ডেমোক্র্যাটদের বদলে রিপাবলিকানদের সঙ্গে বেশি খাপ খায়। নারী শরীর নিয়ে ট্রাম্প সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন বলে তিনি বলেন যে 'এ তো অনৈতিক।' এই সময়টা ছিল নাটকীয়। আর কথাটা সব জ্ঞানী-গুণী আমেরিকান আর ট্রাম্প সমর্থক তাঁদের ব্রিটিশ মিত্রদের জন্যও প্রযোজ্য।

এমা ব্রোকস গার্ডিয়ান-এর কলাম লেখক

গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

এবার শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ চালু হল ত্রিপুরায়ও

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরে শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ চালুর করার পর ওই কলেজ কর্তৃপক্ষ এবার ত্রিপুরা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে আগরতলার কাছেই গড়ে তুলেছের ত্রিপুরার শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের অনুমোদন পেয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই মেডিকেল কলেজে প্রথম ব্যাচেই ১৫০ জন পড়ুয়া এমবিবিএস পড়তে পারবে।

ইতিমধ্যেই নিট পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই নিয়ম মেনে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় রাউন্ডের কাউন্সিলিং গত ১১ সেপ্টেম্বর শেষ হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি তৃতীয় কাউন্সেলিং এর তারিখ প্রকাশিত হবে। নিট উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এমবিবিএস পড়ার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সচেতন রয়েছে। নবনির্মিত ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে কাউন্সিলিং সম্পর্ক বিস্তারিত তথ্য ত্রিপুরা সরকারের www.dmeonline.tripura.gov.in অথবা ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ওয়েবসাইট tripurasmc.com থেকে জানা যাবে।

ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে নিট উত্তীর্ণ মেডিকেলে যোগ্য সকল পড়ুয়াদের সুযোগ দিতে তারা আগ্রহী।

আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো আর অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তি নিয়ে আগরতলার অদূরে রানীর খামারে গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। এই মেডিকেল কলেজের ক্যাম্পাসের পরিকাঠামো ইতিমধ্যেই মুগ্ধ করেছে এলাকাবাসী ও দেশ ও রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই যেমন ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে ১৫০ আসন নিয়ে এমবিবিএস কোর্স শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে গত আগস্ট মাস থেকে এখানে বহিঃবিভাগে (ওপিডি) চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া শুরু হয়েছে। এখানে সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত মাত্র ১০টাকার বিনিময়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে।

থ্যালাসেমিয়া নিয়ে সচেতনতায় কর্মশালা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

আপনজন: থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পরিবার গড়ার লক্ষ্যে রক্তদাতা উদ্বুদ্ধ করন ও থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা উপলক্ষে দুদিনের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা শিবির ও কর্মশালা শেষ হল শনিবার।প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা বিডিও অফিসের হ্যামিলটন ভবনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মন্ডলের উদ্যোগে লাইফ ডোনার্স ফ্যামিলি এন্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় এবং গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতি ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহযোগিতায় দুদিনের এই শিক্ষা শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩১ টি বিধানসভার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধি,জেলা পরিষদ সদস্য,সদস্যা গোসাবার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান,উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,

সদস্যা,কর্মাধ্যক্ষ সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার ১৫৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। গোসাবা থানার পুলিশ আধিকারিক ত্রিদিব কুমার মল্লিক জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন। থ্যালাসেমিয়া মুক্ত পরিবার গড়ে তোলা, ১০০ শতাংশ সরকারি রক্তভান্ডার ভর্তি রাখা,মহিলা রক্তদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ, নবম, দশম, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা, সাপের কামড়ে আর একটি মৃত্যু মুখ নয়, উপহার ব্যতীত রক্তদান শিবির প্রভৃতি বিষয় ছিল কর্মশালায়।

অনুভবের আয়নায় শারদ সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ৮ ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ শে শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে বিশিষ্ট কবি সত্যেন্দ্রনাথ নাইয়ার সম্পাদনায় অনুভবের আয়নায় শারদ সংখ্যা ২০২৪ প্রকাশ পেল। অনুভবের আয়নায় সম্মাননা- ২০২৪ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক শ্রী সুচিত চক্রবর্তী,ভাগ্যধর বৈদ্য, রিঙ্কু দাস তারাশঙ্কর দাসবৈরাগী ও প্রতিভা সন্ধানে সাহিত্য পত্রিকা মোট ১১ জনকে।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক স্বপন চক্রবর্তী ও সুমঙ্গল দে। ১১ জন কবির প্রথম একক কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরবনের কবি মঙ্গল মান্নার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, কবি তপন মাইতির মোহিনী,কবি মৃণাল মন্ডল এর

খিড়কি। অনুভবের আয়নায় এমন একটি পত্রিকা যার মাধ্যমে নবীন কবি যারা নিজের প্রতিভা বিকাশে বাধা পায় অনুভবের আয়নায় তাদের লেখা প্রকাশ করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ বাচিকশিল্পীদের মাধ্যমে প্রকাশিত লেখা উপস্থাপন। পেশায় প্রধান শিক্ষক, অনুভবের আয়নায় এর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ নাইয়া। কমপক্ষে একশত নবীন সাহিত্যিকের একক গ্রন্থ প্রকাশ করার স্বপ্ন দেখেন।

দলের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তৃণমূলেরই!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অপসারণের দাবীতে সরব তৃণমূল সদস্যরাই, ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলেই গোষ্ঠীদ্বন্দ দাবী বিরোধীদের। পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রেও এবার সামনে চলে এল শাসক তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ। গোষ্ঠীদ্বন্দ এমন জায়গায় পৌঁছাল যে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে অপসারনের দাবীতে সরব হলেন পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যরাই। ঘটনা বাঁকুড়ার তৃণমূল পরিচালিত তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের। বাঁকুড়ার তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ টি আসনের মধ্যে ১১ টি আসন তৃণমূলের দখলে। ৩ টি আসন বিজেপি ও ১ টি আসন সিপিএম এর দখলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন তৃণমূলের দখলে থাকায় ওই পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছে তৃণমূলের।

সম্প্রতি জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের তরফে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ২০ জন করে তরুণ তরুণীকে প্রশিক্ষণের জন্য নামের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়। আর সেই তালিকাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ। তৃণমূলের সদস্যদের একাংশের দাবী পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে কোনোরকম আলোচনা না করেই নিজের ইচ্ছামতো তালিকা তৈরী করে বিডিও অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয় বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে সামনে রেখেই পঞ্চায়েত প্রধান অরুণ ঘোষকে অপসারণের দাবীতে তালডাংরার বিডিও এবং বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদের কাছে লিখিত আবেদন জানান ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের নির্বাচিত অপর ১০ জন সদস্য সদস্যা। তাঁদের দাবী পঞ্চায়েত প্রধানের এই কাজকর্মের ফলেই গত লোকসভা নির্বাচনে এলাকায় তৃণমূলের ফলাফল খারাপ হয়েছে। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবী পঞ্চায়েতের সকল সদস্যকে ডেকেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধুমাত্র তাঁকে কালিমালিপ্ত করতেই এমন মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। বিরোধী বিজেপির দাবী তৃণমূলের অন্দরেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোলের জেরেই এমন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব।

মব লিঞ্চিং ও আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে পথে ‘নাগরিক সমাজ’

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: দেশজুড়ে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ক্রমবর্ধমান মব লিঞ্চিং-এর ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজ। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার চরখি দাদরিতে গোমাংস রান্নার কথিত অভিযোগে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিক কে পিটিয়ে হত্যা, রাজস্থানে প্রায় একই অভিযোগে মতিউর রহমানকে হত্যা ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪পরগনা জেলার বসিরহাটের কাটিয়াহাট বাজারে পথসভা থেকে প্রতিবাদ জানান ‘পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজে’র কর্মকর্তারা। এ দিন তাঁরা আরজি কর কান্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি তোলেন । আরজি করের ঘটনাকে ঢাল করে যারা রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধেও এদিন গর্জে ওঠেন পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক সমাজের সম্পাদক গোলাম ছাত্তার গাজী, সহ-সম্পাদক অধ্যাপক ড. জহর এ মন্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষক মুকুল মন্ডল, বিধান গাইন, কবি আব্দুল্লাহ্ সাহাজি সহ আরও অনেকে। জুনিয়র ডাক্তারদের কর্ম বিরতির ফলে সারা রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করে একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে

অসুস্থ রোগীদের হয়রানি এবং বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও সরব হন তাঁরা।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলন প্রসঙ্গে গোলাম ছাত্তার গাজী বলেন, যেকোনো আন্দোলনকে আমরা সম্মান জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। আন্দোলনকারীদেরকে আমরা কুর্নিশ জানাই। কিন্তু যে আন্দোলন ফ্যাসিবাদীদের পক্ষে যায় সে আন্দোলনকে আমরা গণ আন্দোলন বলি না।’

রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তারদের সাথে আলোচনার টেবিলে বসে মীমাংসা করার একাধিক দিন ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেছিলেন। অন্যদিকে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ মহামান্য বিচারপতির আদেশ অমান্য করলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। এটা কি হটো কারি নয় ?’ বলেও প্রশ্ন তোলেন গোলাম ছাত্তার গাজী। দেশজুড়ে মব লিঞ্চিং-এর ঘটনা উল্লেখ করে দেশে নতুন আইন তৈরির দাবিও করেন তিনি। বলেন, ‘হাতরসের ধর্ষিতা এবং খুন হওয়া মেয়েটির মৃতদেহ মধ্যরাত্রেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। উন্নাওয়ের গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে এবং সাক্ষীগুলোকে পর্যন্ত শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আরজি কর কাণ্ড এবং দেশজুড়ে গোরক্ষক বাহিনীর হাতে গণপিটুনিতে মৃত্যু হওয়া নিরীহ মুসলিমদের বিচার চেয়ে অধ্যাপক জহর এ মন্ডল বক্তব্য রাখার সময় বিভিন্ন পরিসংখ্যান তুলে ধরে দেশের নিরিখে রাজ্যের অবস্থান বর্ণনা করেন। জহর বাবুর মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক ভালো আছেন।

নবগ্রামে বাম কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান শতাধিক কর্মীর

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: আবারো বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন নবগ্রামে। কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা সহ প্রায় ১০০ জন কর্মী সমর্থক।

জানা যায়, নবগ্রামের কিরীটেশ্বরী অঞ্চলে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন যেন অব্যাহত, একের পর এক বিরোধী শিবির ছেড়ে যোগদান তৃণমূল কংগ্রেসে। আবারো কিরীটেশ্বরী অঞ্চলে শক্তি বৃদ্ধি তৃণমূলের। ভাঙন বিরোধী শিবিরে। শনিবার কিরীটেশ্বরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কংগ্রেস ও সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন নবগ্রাম ব্লকের কিরীটেশ্বরী অঞ্চলের কংগ্রেসের জয় পঞ্চায়েত সদস্য দুলাল মন্ডল ও সিপিএমের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যা সুশান্তি মুর্মু। দলীয় সূত্রে খবর তাদের সঙ্গে মহিলা সহ প্রায় ১০০ জন কর্মী সমর্থক যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন নবগ্রামের বিধায়ক সহ অঞ্চল নেতৃত্ব। যোগদানকারী পঞ্চায়েত সদস্যরা বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়ন দেখে আমরা যোগদান করতে বাধ্য হলাম।

উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল। নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি আসিফ ইকবাল,কিরীটেশ্বরী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমজান আলী ও নব কুমার ঘোষ। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রণব চন্দ্র দাস, অঞ্চল চেয়ারম্যান হাফিজুল শেখ হ্যাপি,উপ প্রধান মানোয়ার হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

শহীদদের স্মরণে সভা তৃণমূলের

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: গত ২০১০ সালে ১৪ ই সেপ্টেম্বর পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের অমরপুর এলাকায় সিপিএমের একদল দুষ্কৃতীর হাতে প্রাণ গিয়েছিল তিন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী পাঁচুগোপাল রুইদাস,উত্তম, ও ইসাহাক মল্লিকের বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, তাঁদের অপরাধ ছিল সেই সময় সিপিএমের আমলে তাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস করতেন। তাঁদের এই মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে রাজ্য রাজনীতিতে। ছুটে আসেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উপলক্ষে জামালপুরের অমরপুর চৌমাথায় শনিবার জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই শহীদদের স্মরণ সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জেলা পরিষদের সদস্য শোভা দে,শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, অঞ্চল সভাপতি তপন দে সহ অন্যান্যরা।

লোকপুর থানায় বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে সমন্বয় সভা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হবে নবী দিবস। সেই উপলক্ষে বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং লোকপুর থানার ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় থানা এলাকার নবী দিবস পালনকারী কমিটির লোকজন সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সমাজসেবীদের নিয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার লোকপুর থানার সভাকক্ষে। ঐদিন মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রাম থেকে সুসজ্জিত ট্যাবলো, ব্যানার,পতাকা ইত্যাদি সহযোগে পদযাত্রা বের হয়।তাছাড়াও অনেক গ্রামে ইসলামিক কুইজ সহ নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন হয়ে থাকে।এলাকায় কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে সেই উপলক্ষে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মূলত এই সভার আয়োজন। এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে,অনুষ্ঠান ঘিরে ডিজেবক্স বাজানো সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। এজন্য কমিটির পাশাপাশি সাউন্ড ব্যবসায়ীদের ও আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ মোতায়েন করা হবে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে।অন্যান্য বছরের ন্যায় শান্তিপূর্ণ ভাবে যেন পালিত হয় তাহা সকলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই বিশ্বনবীর যে শান্তির বার্তা সেই নিয়ে বক্তব্য রাখেন।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেনে নেওয়া হয় কোন কোন রাস্তা দিয়ে পদযাত্রা বের হবে এবং কোথায় জমায়েত হবে। সে সমস্ত বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। জানা যায় আলিয়ট হাসপাতাল মোড় হইতে খন্নি গ্রামে বিরাজমান হযরত সৈয়দ শাহাতাজ ওলির মাজার শরীফ প্রাঙ্গনে জমায়েত হয় বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত মিছিল। সেখানে মাজার শরীফ জিয়ারত, মিলাদ মেহফিল, দোয়া খায়ের করা হয় বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়াটার তহিদ আনোয়ার,লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ, রাজায়ে মোস্তফা থানা কমিটির সম্পাদক হাফিজ সামিউল খান সহ বিশ্ব নবী দিবস পালনকারী কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট সমাজসেবীগণ। সভা শেষে অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেন সমাজসেবী উজ্জ্বল দত্ত।

বেঙ্গালুরুতে কাজে গিয়ে মালদার শ্রমিকের মৃত্যু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের ভিনরাজ্য কাজে গিয়ে শ্রমিকের। মালদার এক শ্রমিক কাজে গিয়েছিল ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু শ্রমিকের শ্রম মৃতদেহ ফিরতেই নরহাট্টার জোটবসন্ত এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। শনিবার সাত সকালে এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের নরহাট্টার জোতবসন্ত এলাকায়। জানা গেছে, মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের নাম বুলু সবজি, বয়স আনুমানিক ৩৩ বছর।পরিবারের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।তাই পরিবারের সদস্যদের মুখে দুবেলা-দুমুঠো অন্ন তুলে দিতে বুলু সবজি, ব্যাঙ্গালোরে নির্মাণ শ্রমিকে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গত চারদিন আগে ব্যাঙ্গালোরে তার মৃত্যু হয়। এরপর শনিবার সকালে তার কফিনবন্দী নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছায়। যা দেখে পরিবারবর্গ কান্নায় ভেঙে পড়েন। গ্রাম জুরে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। স্থানীয়রা জানান, তারা শুনতে পেয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে অসুস্থ হয়ে বুলু সবজির মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর কারণ নিয়ে এখনও তাদের মধ্যে ধোঁয়াশা রয়েছে। তাই তারা মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে চান।এছাড়াও মৃত শ্রমিক ছিল তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল সদস্য। তাই তার মৃত্যুতে গোটা পরিবার অথৈ জলে পড়েছে। তাই তারা অসহায় পরিবারটির জন্য ঠিকাদার সংস্থা সহ সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার করুণ ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানাচ্ছেন।

তাঁত হস্তশিল্প বাঁচাতে বিনামূল্যে শাড়ির হাট

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বাংলার ঐতিহ্য হাতে বোনা তাঁতের শাড়ি। নদীয়ার শান্তিপুর, ফুলিয়ার একাধিক মানুষ এই তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তবে বর্তমানে হস্ত চালিত তাঁত শিল্পের অবস্থা খুবই খারাপ। এবার সেই দিক কে লক্ষ করেই হস্ত চালিত তাঁতের শাড়ি কে বাঁচাতে এবং মহিলাদের স্বনির্ভর করতে নদীয়া জেলার হস্ত চালিত তাঁতের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা করলেন উদ্যামনি তাঁতের কুঠির। তবে তাঁদের স্বনির্ভর করতে এবং হস্তচালিত তাঁত শাড়িকে বাঁচাতে এগিয়ে এসে বিশেষ পদক্ষেপ নিলেন শান্তিপুরের প্রতিষ্ঠিত মার্কেট তাঁত কাপড়ের হাতের পরিচালক বিভাস ঘোষ। তিনি জানান বর্তমানে মেশিনের

কাছে পেরে উঠছে না হস্ত চালিত তাঁত। তাই এখন মহিলাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ এবং হস্ত চালিত তাঁত কে বাঁচাতেই এই উদ্দেশ্য। এদিন নদীয়ার শান্তিপুর সূত্রগর অঞ্চলের ঘোষ মার্কেট তাঁত কাপড়ের হাটে হস্ত চালিত তাঁতের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের, তাঁত কাপড়ের হাঁটে বিনামূল্যে জায়গা দেওয়া হল। বিনামূল্যে কাপড় বিক্রি করার ব্যবস্থা করা হল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান সালারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সালার

আপনজন: বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার তালিবপুর কারিকর পাড়া যাবকবৃন্দের উদ্যোগে পালিত হল নবী দিবস। এদিন সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয় গুলি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় জৈলুস বা মিছিল অনুষ্ঠিত হয় দুপুরে। বিলেল থেকে ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে মক্তব এর ছাত্ররা, সন্ধায় কেরাত প্রতিযোগিতা হয়, ইসলামিক ও জেনারেল নলেজের উপর ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন ও করে উদ্যোগতারা। এদিন স্থানীয় আলেম সহ বহিরাগত বিশিষ্ট আলেমরা ও উপস্থিত ছিলেন। এদিন কমিটির পক্ষ থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি আইনজীবী সৈয়দ হাবিবুল্লাহ সাহবকে মানপত্র প্রদান করা হয়। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ আহম্মদউল্লাহ সাহেব। এদিন মানবাধিকার কর্মী তথা সিপিডিআর-এর স্থানীয় সম্পাদক আবুল হাসান আল মামুন জলসা কমিটির হাতে একটি স্মারক তুলে দেন।

হাওড়ায় জাতীয় লোক আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার সারা দেশের বিভিন্ন নিম্ন আদালতে বসেছিল জাতীয় লোক আদালত।হাওড়া জেলা সদর আদালত ও শ্রীরামপুর মহকুমা আদালত তার ব্যতিক্রমী নয়।এদিন হাওড়া জেলা ও দায়রা বিচারক (জেলা আইনী পরিষেবা কেন্দ্রের চেয়ারম্যানও) শ্রীমতী সোনিয়া মজুমদারের নেতৃত্বে জেলা আইনী পরিষেবা কেন্দ্রের শ্রীমতী সচিব সুপর্ণা সরকারের পরিচালনায় ২৬ টি বেঞ্চ বসেছিল। জেলার সদর আদালতে ২৩ টি এবং উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে ৩ টি বেঞ্চ হয়। হাওড়া জেলা আদালতে জাতীয় লোক আদালতের ১৯ নং বেঞ্চে বিচারক অসীম কুমার দেবনাথের নেতৃত্বে দুই সদস্যর বেঞ্চ ছিল।এই বেঞ্চে সমাজকর্মী হিসাবে ‘মেম্বার জাজ’ হয়েছিলেন ‘হাইকোর্ট সংবাদদাতা’ মোল্লা জসিমউদ্দিন। এই বেঞ্চে এক্সিস ব্যাঙ্কের পক্ষে সরজিৎ বাগ, কৌশিক ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন।

ফেনসিডিলসহ দুই যুবক গ্রেফতার

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ইসলামপুর

আপনজন: উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপারা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ এক গোপন অভিযানে ১২০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই যুবককে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশ আগে থেকেই প্রস্তুতি নেয় এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় টহল বাড়ায়। অভিযুক্তরা মোটরবাইকে করে ফেনসিডিল বোতলগুলো বিহারের দিকে পাচার করার চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময়েই পুলিশ তাদের আটক করে। তল্লাশির সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে ১২০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে, যা বেআইনি মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফেনসিডিল সাধারণত কোডিন ফসফেট মিশ্রিত কাশির ওষুধ, তবে এর অপব্যবহার মাদক হিসেবেও করা হয়।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: এক চমকপ্রদ বহুসাংস্কৃতিক উদ্ভাবন ইসমাইল আল-জাজারির এলিফ্যান্ট ক্লক
- নিবন্ধ: শিক্ষা: কেন্দ্রের এবার ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর দৃষ্টি পড়েছে
- অণুগল্প: একটি অন্যদিনের গল্প
- বড় গল্প: জোনাকি
- ছড়া-ছড়ি: বিশ্ব থাকবে শুদ্ধ

আপনজন ■ রবিবার ■ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

এক চমকপ্রদ বহুসাংস্কৃতিক উদ্ভাবন

ইসমাইল আল-জাজারির এলিফ্যান্ট ক্লক

আল-জাজারি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুবিদ্যা বিশারদ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন যন্ত্র প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, গণিতবিদ, শিল্পী ও দক্ষ কারিগর। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ঘড়ি, দৃষ্টিনন্দন ঝর্ণা, হাত ধোয়ার যন্ত্র, পানি উত্তোলন যন্ত্র, সুরযন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ফটক ইত্যাদি। লিখেছেন
মোজাম্মেল হোসেন...

পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত ইতালিয়ান চিত্রশিল্পী, প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে বলা হয় বিশ্বের সর্বকালের সেরা মেধাবী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায় সব শাখায় তার ছিল সমান বিচরণ। উড়োজাহাজ, হেলিকপ্টার, প্যারাস্যুট, সাঁজোয়া যান, মেশিনগান, আধুনিক ঘড়ি, স্বয়ংক্রিয় রোবট, মোটরগাড়ি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হওয়ার শতশত বছর আগেই দ্য ভিঞ্চি সেগুলোর কথা কল্পনা করে গেছেন এবং সেগুলোর বিভিন্ন খসড়া চিত্র অঙ্কন করেছেন। তবে দ্য ভিঞ্চির এসব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পেছনে যার প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল, তিনি হলেন দ্বাদশ শতকের বিজ্ঞানী ইসমাইল আল-জাজারি। ইসমাইল আল-জাজারির পুরো নাম বদিউজ্জামান আবুল ইজ ইবনে ইসমাইল ইবনে আর-রাজাজ আল-জাজারি। তার জন্ম ১১৩৬ সালে তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার জাজিরাত ইবনে উমার নামক এলাকায়। এলাকাটি সংক্ষেপে জাজিরা নামেও পরিচিত ছিল। তার নামের শেষ অংশ আল-জাজারি মূলত তার জন্মস্থান জাজিরাকেই নির্দেশ করে।

আল-জাজারির শৈশব-কৈশোর সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তবে পারিবারিকভাবেই তিনি প্রকৌশলবিদ্যা রপ্ত করেন এবং ১১৮১ সাল থেকে তিনি বর্তমান তুরস্কের আনাতোলিয়ার দিয়ারবাকির রাজ্যের সুলতান নাসিরুদ্দিনের দরবারের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

আল-জাজারি ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বহুবিদ্যাবিশারদ। তিনি ছিলেন একাধারে একজন যন্ত্র প্রকৌশলী, উদ্ভাবক, গণিতবিদ, শিল্পী ও দক্ষ কারিগর। তার আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ঘড়ি, দৃষ্টিনন্দন ঝর্ণা, হাত ধোয়ার যন্ত্র, পানি উত্তোলন যন্ত্র, সুরযন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় ফটক ইত্যাদি। আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলোর মধ্যে কয়েকটি এতই উন্নত ছিল যে, সেগুলো যে আটশো বছর পূর্বে তৈরি, সেটি বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়। তার নির্মিত দুর্গঘড়িকে অনেকে বিশ্বের প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটার হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়াও তার আবিষ্কৃত রোবট জাতীয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মধ্যে একটি ছিল অটোম্যাটেড ওয়েট্রেস। এটি ছিল নারীর অবয়ব বিশিষ্ট একটি যন্ত্র, যা নির্দেশ পাওয়ামাত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথমে বালতিতে, এরপর সেখান থেকে গ্লাসে পানীয় ঢেলে এরপর নির্দিষ্ট পথ ধরে হেঁটে এসে তা পরিবেশন করতে পারত।

আল-জাজারির আবিষ্কারগুলোর বিবরণ পাওয়া যায় তার লেখা একটি বইয়ে, যার ইংরেজি নাম Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বইটিতে কর্যপ্রণালীর উপর ভিত্তি করে ৬টি বিভাগের অধীনে মোট ৫০টি যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া আছে। বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি শুধু তত্ত্বীয় কোনো বই না। এতে বর্ণিত প্রতিটি যন্ত্র আল-জাজারি নিজে নির্মাণ করেছিলেন এবং বইটিতে তিনি যন্ত্রগুলোর জটিল কার্যপদ্ধতি, নির্মাণ কৌশল এবং বিভিন্ন অংশের বিবরণ চিত্র সহ লিপিবদ্ধ করেছেন। জাজারির বইটি তার সময়ে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং এর অনেকগুলো অনুলিপি তৈরি করা হয়েছিল।

আল-জাজারির বইটির প্রথম ভাগটি ঘড়ি সংক্রান্ত। এতে মোট ১০টি অধ্যায় আছে। এ অধ্যায়গুলোতে তিনি বিভিন্ন ধরনের ঘড়ি নির্মাণের বিবরণ দিয়েছেন। যেমন দুর্গঘড়ি, নৌকাঘড়ি, ময়ূরঘড়ি, মোমঘড়ি ইত্যাদি। তবে যে আবিষ্কারটির জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সেটি হচ্ছে তার হস্তিঘড়ি বা এলিফ্যান্ট ক্লক। এটি মূলত বিশাকৃতির একটি যান্ত্রিক হাতির উপর অবস্থিত জলঘড়ি। জলঘড়ি (Water Clock)-এ পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো পাত্র কতটুকু পূর্ণ হয়েছে কিংবা তা থেকে কতটুকু পানি বেরিয়ে গেছে, তা পরিমাপের মাধ্যমে সময় মাপা হয়।

জলঘড়ি হচ্ছে সময় পরিমাপের সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি। ঠিক কবে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তা নিশ্চতভাবে জানা না গেলেও খ্রিস্টপূর্ব ১,৬০০ অব্দে প্রাচীন ব্যবিলন এবং মিসরে এ ধরনের ঘড়ি ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রায় কাছাকাছি সময়ে চীন এবং ভারতসহ এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও জলঘড়ির প্রচলন ছিল। কিছু কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন, সর্বপ্রথম জলঘড়ির উৎপত্তি হয়েছিল চীনে খ্রিস্টপূর্ব ৪,০০০ অব্দে। তবে এই দাবির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে পেণ্ডুলাম ঘড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জলঘড়িই ছিল সময় পরিমাপের সবচেয়ে নির্ভুল যন্ত্র।

ইসমাইল আল-জাজারির সময়টি ছিল ইসলামের স্বর্ণযুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তখন মুসলমান বিজ্ঞানীদের ছিল অগাধ বিচরণ। স্বাভাবিকভাবেই এই বিজ্ঞানীদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারই ছিল তৎকালীন ইসলামিক সমাজের চাহিদা থেকে অণুপ্রাণিত। আল-জাজারিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি দামেস্কের মসজিদে পানির সংকট দূর করতে প্রথম জলশক্তি ও গিয়ার ব্যবহার করে পানি সরবরাহ পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় জানার জন্য মুসলিম সমাজে সঠিক সময় নির্ণয়ে সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আল-জাজারির আগে থেকেই অবশ্য বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা সরল জলঘড়ি ব্যবহার করত। কিন্তু আল-জাজারি তার অসাধারণ জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে এই জলঘড়ির প্রযুক্তিকে অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রচলিত অন্যান্য জলঘড়ি থেকে তার এলিফ্যান্ট ক্লকটি অনেক দিক থেকেই ব্যতিক্রমধর্মী। ২২ ফুট (প্রায় সাড়ে ছয় মিটার) উচ্চতা বিশিষ্ট এই ঘড়িটি একটি বিশালাকৃতির কাঠের হাতির উপর অবস্থিত। হাতির পিঠের উপর একটি পাটাতন রাখা থাকে, যেখানে পেন্সিল হাতে একজন কেরাণী বসে থাকে। পাটাতনের চার কোনায় অবস্থিত চারটি স্তম্ভের উপর থাকে একটি দুর্গ সদৃশ কাঠামো। দুর্গের উপর থাকে একটি গম্বুজ, যার উপরে বসে থাকে একটি ফিনিক্স পাখি। দুর্গের সামনের বারান্দায় বসে থাকে আরেকজন ব্যক্তি, যার দুই পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করে রাখে দুটি বাজপাখি। দুর্গের নিচে এবং হাতির পিঠের উপরে মাঝামাঝি স্থানে থাকে দুটি ড্রাগনের মুখ বিশিষ্ট সর্প, যারা একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারে। আর হাতির কাঁধের উপর বসে থাকে একজন মাহুত, যার এক হাতে থাকে একটি কুঠার, অন্য হাতে আছে একটি দণ্ড।

ঘড়িটির মূল কার্যপ্রণালী সম্পাদিত হয় হাতিটির পেটের অভ্যন্তরে। সেখানে একটি পানিপূর্ণ জলাধারের উপর একটি পাত্র রাখা থাকে। পাত্রটির নিচে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, যার মধ্য দিয়ে পাত্রটিতে পানি প্রবেশ করতে থাকে, ফলে এটি ধীরে ধীরে পানিতে নিমজ্জিত হতে থাকে। ছিদ্রটির মাপ এমনভাবে তৈরি করা হয়, যেন একবার সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হতে পাত্রটির সময় লাগে আধঘণ্টা। পাত্রটির সাথে হাতির পিঠে পাটাতনের উপর বসে থাকা কেরাণীর হাতের পেন্সিলটি একটি সুতা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। ফলে পাত্রটি নিমজ্জিত হবার সময় তার টানে পেন্সিলসহ কেরাণীটি ঘুরতে থাকে এবং পেন্সিলটি পাটাতনের উপর অবস্থিত গোলাকার চাকতির উপর অঙ্কিত সংখ্যাগুলোর দিকে নির্দেশের মাধ্যমে আধঘন্টা সময়ের মধ্যে অতিক্রান্ত মিনিটগুলো নির্দেশ করতে থাকে।

পাত্রটি যখন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়, তখন ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে। একাধিক সুতায় টান পড়ার কারণে ঘড়িটির একেবারে উপরে অবস্থিত একটি ধারক হেলে পড়ে এবং তাতে সংরক্ষিত অনেকগুলো বলের মধ্য থেকে একটি বল নিচের একটি পাখার উপর গড়িয়ে পড়ে। এরফলে পাখাটি এবং তার সাথে সংযুক্ত ফিনিক্স পাখিটি ঘুরতে শুরু করে এবং সুমধুর শব্দে জানান দিতে থাকে যে, আধঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর বলটি একটি বাজপাখির ঠোঁটের মধ্য দিয়ে নিচে অবস্থিত একটি সাপের মুখের উপর গড়িয়ে পড়ে। বলের ভারে সাপটি যখন একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে উল্টে পড়তে থাকে, তখন তার টানে নিমজ্জিত পাত্রটি পুনরায় খালি অবস্থায় পানির উপরে উঠে আসে। বলটি সাপের মুখ থেকে একটি দানিতে এসে পড়ে, ফলে মাহুতের হাতের কুঠার এবং দণ্ডটি উঠানামা করার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটির একটি ধাপের সমাপ্তি নির্দেশ করে। বলের ভারমুক্ত হওয়া সাপটি পুনরায় নিজের অবস্থানে ফেরত যায় এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আবার নতুন করে শুরু হয়।

ঘড়িটিতে সময় নির্দেশ করার জন্য দুর্গের উপরের গম্বুজটির সম্মুখভাগে একটি অর্ধচন্দ্রাকার চাকতি রাখা থাকে। চাকতিটির উপর ঘন্টার নির্দেশক সংখ্যাগুলো লিপিবদ্ধ করা থাকে। প্রতিটি সংখ্যার উপর থাকে একটি করে গোলাকার গর্ত। প্রথম আধঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম বলটি সরে যাওয়ার কারণে সংখ্যাটির উপর অবস্থিত গর্তটির রং অর্ধেক পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুটি বল সরে যাওয়ায় সম্পূর্ণ গর্তের রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। এর ফলে বোঝা যায় যে, একঘন্টা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এভাবে দিনের যেকোনো সময় ঘড়িটির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায় সূর্যাস্তের পর কতটুকু সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

আল-জাজারির এই এলিফ্যান্ট ক্লকটি শুধু তার জটিল এবং নিখুঁত কার্যপ্রণালীর কারণেই বিখ্যাত না। এটি যে একইসাথে বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে নানাবিধ সংস্কৃতিকে ধারণ করে, তার জন্যও সমানভাবে প্রশংসিত। ঘড়িটিতে ব্যবহৃত হাতিটি হচ্ছে ভারতীয়, এর উপর রাখা কার্পেটটি পারস্যের, ড্রাগন সদৃশ সাপ দুইটি চীনের, ফিনিক্স পাখিটি মিশরের এবং পাগড়ি পরা মাহুত ও কেরাণী আরবের। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যে সর্বজনীন এবং বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আহরিত জ্ঞানকে আপন করে নেওয়ার মাধ্যমেই যে উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব, আল-জাজারি হয়তো তার এই উদ্ভাবনের মাধ্যমে এই ইঙ্গিতই দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সময় পরিমাপের উদ্দেশ্যে তৈরি আল-জাজারির এ আবিষ্কারটি সময়ের পরিক্রমায় টিকে থাকতে পারেনি। তবে রয়ে গেছে তার লেখা বইটি, যেখানে ঘড়িটির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। বইটির বর্ণনা অনুযায়ী বিভিন্ন সময় ঘড়িটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টাও করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো দুবাইয়ের ইবনে বতুতা মলের ভারতীয় অংশে অবস্থিত এলিফ্যান্ট ক্লক, যেটি হুবহু আসল এলিফ্যান্ট ক্লকের মাপ এবং নকশা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১০০১ ইনভেনশন্স কর্তৃক নির্মিত কয়েকটি অনুলিপিও আছে ঘড়িটির, যার একটি স্থান পেয়েছে লন্ডন সায়েন্স মিউজিয়ামে।

কেন্দ্রের এবার ওয়াকফ সম্পত্তির ওপর দৃষ্টি পড়েছে

মনিরুজ্জামান (বিটু)

ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্নভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে। মুসলিম বিদ্বেষী মানুষদের মানসিকতার কাছে ওয়াকফ সম্পত্তি সত্যিই ঈর্ষার কারণ। কেননা ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ সেনাবাহিনী এবং রেলের পরেই। যার পরিমাণ কয়েক কোটি একর। ২০২৪ পর্যন্ত ৯ লক্ষ একর অর্থাৎ ২৭ লক্ষ বিঘা ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই বিপুল সম্পত্তির উপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে।

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেন রিজিজু (০৮-০৮-২০২৪) সংসদের লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ পেশ করেন। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইনের উপর চল্লিশটি সংশোধনী আনা হয়। এই বিতর্কিত বিল পেশ করার পরে পরেই বিরোধীরা প্রবল সমালোচনায় মুখর হয়। কংগ্রেস নেতা হিবি ইডেন বলেন --" এই বিল সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক এবং সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়ার অপচেষ্টা যা সংবিধানের ৩০০ এ ধারার পরিপন্থী।" মিম নেতা আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি স্পষ্ট বলেন--" এই বিল এনে বিজেপি সংসদে ঘোষণা করে দিল তারা মুসলমানদের বড় দুশমন। " আইন বিশেষজ্ঞরা বলেন-- ওয়াকফ বোর্ডের এই সংশোধন সংবিধানের ১৫,২৫,২৬,২৭,৩০,৩১ ৩০০ এ অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা বিরোধী। তীব্র বিতর্কের পরে ২১ জন লোকসভা এবং ১০ জন রাজ্যসভার সদস্য নিয়ে গঠিত ৩১ জন সদস্যের জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি(JPC) বা যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠন করেন।, এই কমিটির সভাপতি করা হয় জগদম্বিকা পল কে। তারা একটা ওয়েবসাইট খুলেছে এবং সেখানে বলা হয়েছে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল সম্পর্কে যারা পরামর্শ দিতে চান, তারা তাদের পরামর্শ জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির কাছে পাঠাতে পারেন। যেকোনো ব্যক্তি এনজিও বিভিন্ন সংস্থা ১৫ দিনের মধ্যে এই সংশোধনী বিলের উপর পরামর্শ দিতে পারেন।তবে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ইতিমধ্যেই JPC চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পল বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেছেন এবং পরামর্শ নিচ্ছেন। তিনি বলছেন সকলের পরামর্শেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু তার এই কথায় বিরোধীরা এমনকি মুসলিম সংগঠন গুলো আস্থা রাখতে পারছেন না। তাদের ধারণা কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিল এনে মূলত দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করতে চাইছে। জেপিসি এখন পর্যন্ত চারটি বৈঠক করেছে।প্রতিটি বৈঠকেই শাসক ও বিরোধীরা বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত জেপিসির চতুর্থ বৈঠকে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে থাকা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসআই)- এ অধিকারীরা বিভিন্ন ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। তারা জেপিসি সদস্যদের জানান পুরো দেশে ১৩২ টি সম্প্রতি নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডের সঙ্গে বিরোধ আছে।এই পরিসংখ্যান তৎক্ষণাৎ ভুল প্রমাণ করেন আপ নেতা সঞ্জয় সিং। তিনি বলেন শুধুমাত্র দিল্লিতেই ১৭২ টি সম্পত্তি এএসআই দখল করে রেখেছেন। বিরোধী সদস্যরা বলেন এএসআই তাদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এমনকি তারা কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের অভিসন্ধিকে সফল করার জন্য অনুঘটকের কাজ করছে বলে বিরোধীরা দাবি করেন। জেপিসির এক বিজেপি সদস্য বলেন, ওয়াকফ বোর্ড ইসলামিক সংস্থা নয়। কারণ কোরআন শরীফে ওয়াকফ বোর্ডের উল্লেখ নেই। স্বাভাবিকভাবে ওই সদস্যের সঙ্গে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। জিপিসির বিজেপি সদস্যরা যুক্তিহীন যুক্তি খাড়া করে ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তগত করতে চাইছে।

মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডসহ সমস্ত স্তরের মুসলিম সংগঠন গুলো এই বিল প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন।

ওয়াকফ মুসলমানদের দান করা নির্ভেজাল সম্পত্তি। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি মুসলমানদের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের জন্য এবং পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ওয়াকফ করেন। আল্লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত সম্পত্তিতেই মুসলমানদের মসজিদ, মাদ্রাসা, ঈদগাহ, এতিমখানা, কবরস্থান, খানকা, দরগা, স্কুল, কলেজ, হসপিটাল এবং বিভিন্ন দাতব্য বিষয়ক ক্রিয়া কর্ম চলে। ভারতে এই ওয়াকফ সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি একর।এই বিপুল সম্পত্তি পরিচালনার জন্য সরকার কেবলমাত্র ওয়াকফ আইন প্রয়োগ করেছে। ওয়াকফ আইন ও ওয়াকফ সম্পত্তি ভারতীয় সংবিধান ও শরিয়া বলদত আইন ১৯৩৭ ধারা সুরক্ষিত। তাই সরকার ইচ্ছা করলেই এই সম্পত্তির মর্যাদা ও প্রকৃতিকে পরিবর্তন করতে পারে না।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সরকারের আমলে ১৯৫৪ সালে ওয়াকফ বোর্ড আইন প্রথম পাস হয়, যার মূল লক্ষ্য ছিল ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা এবং বিধানকে সহজ করা। ১৯৬৪ সালে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের অধীনে কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিল (CWC) প্রতিষ্ঠিত হয়,যার মূল লক্ষ্য ছিল সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলিতে যে ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে সেগুলো কে পরামর্শ মূলক সহায়তা প্রদান করা। উল্লেখ্য এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ৩০ টি ওয়াকফ বোর্ড রয়েছে। ১৯৯৫ সালের ওয়াকফ আইন সংশোধনীতে ওয়াকফ বোর্ডগুলোকে আরো বেশি ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালে আরও সংশোধন করা হয়েছিল, যা বিলটি ওয়াকফ বোর্ডগুলোকে সীমাহীন এবং নিরঙ্কুশ স্বায়ত্তশাসন দিয়েছে। যার ফলে ওয়াকফ বোর্ড গুলি ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনা করা,হারানো সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা, প্রয়োজনে বিক্রি করা বা লিজের মাধ্যমে স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর অনুমোদন করতে পারে,। ওয়াকফ সম্পত্তির ইতিহাস বহু পুরানো। সুলতানি এবং মুঘল যুগ থেকে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ওয়াকফ আইন প্রণয়ন করেন। ভারতের ওয়াকফ বোর্ড গুলি মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে কাজ করে।

নতুন ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল নিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিজেপি সরকারের মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতা তাদের এই সংশোধনী বিল আনতে বাধ্য করেছে। বেশ কয়েকটি ওয়াকফ সম্পত্তি, যেগুলো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ওয়াকফ সম্প্রতি বলে মেনে নিতে চায় না। সেগুলো তারা ছলে বলে কৌশলে দখল করতে চাই। তাই বিল সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বারানসির মসজিদ, মথুরার ঈদগাহ, মধ্যপ্রদেশের কামাল মৌয়া মসজিদ ইত্যাদি।

এছাড়াও লক্ষ লক্ষ একর ওয়াকফ সম্পত্তি বেদখল হয়ে রয়েছে,মামলা মোকদ্দমা অর্থাৎ আইনি সমস্যার রয়েছে কয়েক লক্ষ ওয়াকফ সম্পত্তি।সরকার এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে কোন সংশোধনী নিয়ে আসেনি।

শিখদের রয়েছে 'গুরুদুয়ারা আইন '(১৯২৫) যেখানে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। এমনকি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মানুষ ওই বোর্ডের সদস্য হতে পারে না।

মুসলিমদের দীর্ঘদিনের দাবি ওয়াকফ সম্পত্তি গুলোকে ১৯২৫ গুরুদোয়ারা আইনের ভিত্তিতে গঠিত হোক, যাতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

একইভাবে হিন্দুদের রয়েছে এনডাওমেনট বোর্ড, সেখানে কোন অহিন্দু সদস্য থাকতে পারে না। এছাড়াও পাঞ্জাবি খ্রিস্টান, বৌদ্ধদের ধর্মীয় সম্পত্তি,উপাসনালয় ইত্যাদি পরিচালন বোর্ড বা কমিটিতে দেশের কোথাও মুসলিম প্রতিনিধি রাখা হয় না।তাহলে মুসলিমদের দান করা ওয়াকফ সম্পত্তিতে হিন্দু সদস্য থাকবে কেন ?

কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মন্ত্রী কিরেন রেজিজু যে সংশোধনী বিল নিয়ে এসেছে,তাতে যে সংশোধন গুলো রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি হলো -ওয়াকফ বোর্ড দাবি করলেই হবে না, সেগুলি ভালোভাবে যাচাই করার প্রয়োজন আছে। বোর্ডে মহিলা প্রতিনিধি রাখতে হবে। বোর্ডে অমুসলিম সদস্য দুজনকে রাখতে হবে। যে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ রয়েছে সেগুলোর নতুন করে যাচাই করতে হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা থাকবে। যে সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখলেই তাদের অভিসন্ধি পরিষ্কার বোঝা যায়। ওয়াকফ বোর্ড গুলির নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে খর্ব করে ম্যাজিস্ট্রেট হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছে। ভারতের কোন মুসলিম সংগঠন এই ধরনের সংশোধন মানতে পারবে না। এমনকি বিরোধী রাও এই সংশোধন মানতে রাজি নয়। তারাও প্রবলভাবে এই সংশোধনী গুলোর উপর সমালোচনার মুখর হয়েছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে আল্লাহর নামে উৎসর্গকৃত মুসলমানদের সম্পত্তি গ্রাস করার অভিসন্ধি করছে বর্তমান সরকার। কেননা এটা ধর্মীয় শরিয়া বলদত আইন (১৯৩৭)এবং সংবিধান বিরোধী। এই বিল আইনে পরিণত হলে সারা দেশে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে মিথ্যা মামলা ও জমি দখলের কেস শুরু হয়ে যাবে। আর জমি মাফিয়ারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মূল্যবান সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার জন্য। সারাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হবে। ওয়াকফ সম্পত্তি জবর দখলের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে। তাই দেশের অখন্ডতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে।সংবিধান স্বীকৃতি ধর্মীয় অধিকারকে টিকিয়ে রাখতে, ওয়াকফ সম্পত্তিকে রক্ষা করতে, ভারতের সর্বস্তরের শান্তি প্রিয় মানুষকে এক বাক্যে এই ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে ,যতদিন না এই বিল প্রত্যাহার করা হয়।

*** মতামত লেখকের নিজস্ব***

জোনাকি

ফারুক আহম্মেদ

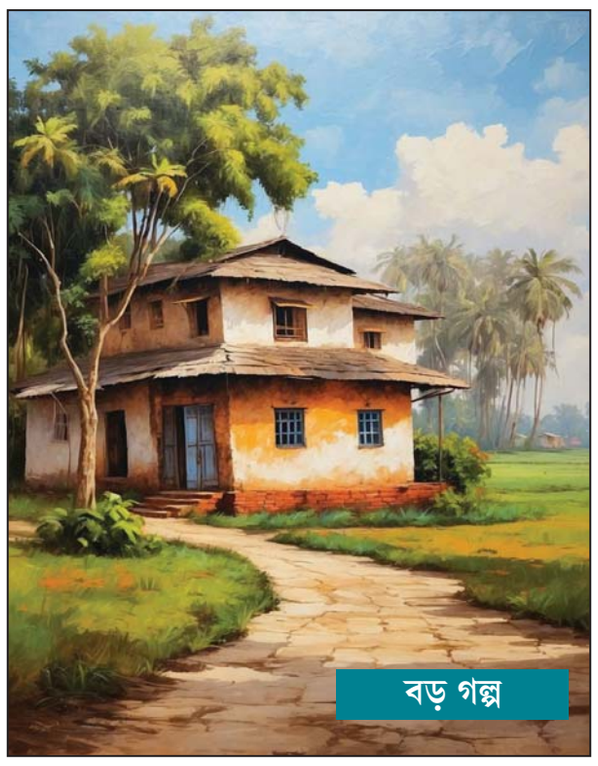

বড় গল্প

মামু মিয়া যশোরের ঝিকর গাছার কপোতাক্ষ নদের পশ্চিম পাড়ে শান্তিপুর গাঁয়ের একজন গরীব কৃষক।
এক জোড়া গরু লাঙ্গল আর কাঠ বাঁশের গাড়ি তার সম্বল। স্ত্রী ফুলি,মেয়ে জোনাকি আর ছেলে স্বপ্নকে নিয়ে দুই কামরা মাটির টিনের ঘরে তার বসবাস।
পরের জমি বর্গা চাষ করে তার সংসার চলে।কপোতাক্ষ নদের পাড়েই গড়ে উঠেছে ছোট একটা গঞ্জ।গঞ্জের ডান পাশে প্রায়মারী,হাই স্কুল, আর খেলার মাঠ।
শীতকাল এলে রাতের বেলা সেই স্কুল মাঠে শুরু হয় জারি গান।পড়ন্ত বৈকালেতে গঞ্জের চায়ের দোকান গুলোতে জমে উঠে মানুয়ের আড্ডা।সন্ধ্যাটা নামলেই সব যোগ দেয় জারি গানের আসরে।
এভাবেই হাসি,আনন্দের ভিতরেই জীবন কাটে শান্তিপুর আর তার পাশ্ববর্তী গাঁয়ের মানুষদের।মনুর বউ ফুলি খুব সুন্দর ফর্সা,ছেলে স্বপ্ন মায়ের মত হয়েছে।
আর মেয়ে জোনাকি হয়েছে বাপের মত একটু রঙে চাঁপা।কালো হলেও জোনাকি দেখতে শুনতে মন্দ না।মাথা ভর্তি কোমর ছুঁয়া চুল।লম্বা মাংসল ভরাট মুখের গড়ন।
পাতলা দুটি ঠোঁট,বাঁশীর মতন চিকন লম্বা ঝুলান্ত নাক।আর ডাগর ডাগর ভাসা গভীর মায়াবী কাজল কালো দুটি চোখ।তার বাড়ন্ত দেহে উঠতি যৌবনে মাত্র পনেরো বছরে এক অন্য রকম নেশা জাগানো রুপ জৌলুস সারা দেহে ফুটে উঠেছে। দেখলে উনিশ বিশ বছরের বয়সী একটা পূর্ণবতী যুবতি মনে হবে জোনাকির।এবছরে গাঁয়ের স্কুল থেকে এস,এস,সি ফাইনাল পরিক্ষা দেছে,।আর স্বপ্ন সেভেনে পড়ে।
কষ্টের মধ্যেও ছেলে মেয়েদের পড়া শুনা চালিয়ে যাচ্ছে মনু মিয়া।চৈত্রের দুপুরের খাঁখাঁ রৌদ্র মনু মিয়া হাল চাষ করে লাঙ্গল,যোয়াল,কাঁধে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে।এমন সময় পশ্চিম পাড়ার রহমত ঘোটক দূর থেকে চিল্লাইয়া হাঁফাতে হাঁফাতে -ও-মনু মিয়া...মনু মিয়া...?একটু দাড়াও-তোমার সাথে দুটো কথা আছে--
মনু-কি কথা চাচা--? চাচা এখন তো দাঁড়ানো যাবেনা, গরু বাড়ির দিকে ছুট ধরেছে।
ঘোটকঃ-তোমার মেয়ে জোনাকির জন্য একটা ভাল সম্বন্ধ ছিল মনু সে ব্যাপারে কথা বলতাম।
মনুঃ-যেতে যেতে.চাচা বৈকাল বেলা গঞ্জে আসেন কালুর চায়ের দোকানে চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে...
ঘটকঃ-আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এসো কিন্তু-?
মনু-আচ্ছা চাচা-মনু বাড়িতে পৌঁছেই লাঙ্গল যোয়াল রেখে গরু বেঁধে পানি খাওয়াই সানি দিয়ে মাথার গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মুছে হাঁফ ছেড়ে চৌকিটা টেনে বসলো।
বউ ফুলিঃ- গ্লাসে করে খাবার পানি নিয়ে এগিয়ে এসে মনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নেও পানি খাও।
মনু -পানির গ্লাস নিতে নিতে দাও বউ খুব তৃষ্ণা পেয়েছে।
উহু!যে কাঠ ফাটা রৌদ্র ভ্যাপসা গরম।
ফুলিঃ মনুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে-ও জোনাকির বাপ, কি হয়েছে তোমার?তোমাকে এমন চিন্তা যুক্ত দেখাচ্ছে কেনো?
মনুঃ- কই, তেমন কিছু নাতো কি চিন্তা করবো-?
ফুলিঃ-কিছু না বললেই হলো?তোমার মুখ দেখেই বুঝা যাচ্ছে তুমি কিছু একটা চিন্তা করছাও?আমার সাথে বলো শুনি....
মনুঃ-পানি খাওয়া শেষ করে গ্লাস এগিয়ে দিল।
ফুলিঃ-গ্লাস হাতে নিয়ে বসো তোমার জন্য আগে পান বানিয়ে আনি ।ফুলি পান এনে মনুর হাতে দিয়ে অন্য একটা চৌকিতে বসে এবার বলো শুনি কি হয়েছে-?
মনুঃ-স্বপ্ন এখনো স্কুল থেকে ফিরিনি ফুলি?
ফুলিঃ-না আসিনি তবে আসার মতন হয়েছে।
মনুঃ-আমার জোনাকি মা কোথায় গেছে ?
ফুলিঃ-দোলা চাচী ডেকে নিয়ে গেল সুঁইতে সুতো না -কি পরাতে পারছেনা তাই।
মনুঃ-ওহ, আচ্ছা ফুলি-পশ্চিম পাড়ার রহমত চাচার তো তুমি চেনো-তাইনা-?
ফুলিঃ-কোন রহমত চাচা-যিনি ঘটকালি করে?
মনুঃ-হ্যাঁ ঐ ঘটক রহমত চাচার কথায় বলছি।
ফুলি-কেন কিছু কিছু বলেছে চাচা তোমাকে-?
মনু-হু-জোনিকির বিয়ের ব্যাপারে বলছিলো ভাল একটা নাকি সম্বন্ধ আছে পুরো কথা শুনিনি বিকেলে গঞ্জে দেখা করতে বলেছি।
ফুলি-ও তাই বলো আমি ভাবলাম কিনা কি? মেয়ে তোমার বড় হয়েছে লোকে তো বলবেই এতে মন খারাপের কি আছে-?
মনু-তা অবশ্য ঠিক বলেছ আচ্ছা জোনাকির মা--তোমার মনে পড়ে? তারপর মনু কল্পনায় ডুবে অন্য মনস্ক হয়ে বলতে শুরু করলো.....
তোমাকে প্রথম যেদিন বউ করে এ ঘরে আনলাম সারা গাঁয়ের মানুষ তোমাকে দেখতে এলো। দেখে বলতে লাগলো মনু বউ একটা এনেছে। এমন রুপসী বউ আশপাশের গাঁয়ে আর একটাও নেই।
সবাই বিদায় নিয়ে যখন চলে গেল রাতে তুমি একা ঘরের ভিতর জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলে আমি ঘরের ভিতর ঢুকতেই...তুমি লম্বা ঘোমটা টেনে দিলে। তোমার পাশে বসে ঘোমটা সরায় চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করতেই লজ্জায় তুমি কেমন লাল হয়ে গিয়েছিলে। আমি তোমাকে স্পর্শ করতেই তুমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলে।
আমার বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে আদর পেয়ে আস্তে আস্তে সে কাঁপ বন্ধ হলো।
তারপর-আমাদের দুজনের ফুলশয্যা হলো।
ফুলি-লজ্জা পেয়ে বললো যাও-সে রাতের কথা মনে হলে আজো আমার কেমন শরম করে। খুব ভয় করছিলো আমার সে রাতে। তুমি যতো আমার কাছে আসছিলে ততই যেনো আমার গলা বুক শুকায় পুরো কাঠ হয়ে যাচ্ছিলো।
মনু-বললো তারপর.. তোমার মনে আছে ফুলি-?মাস খানিক যেতে না যেতেই তুমি বললে মাথাটা কেমন ঘুরছে বমিবমি লাগছে। আমি সব শুনে তোমাকে গঞ্জে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম।ডাক্তার বিভিন্ন পরিক্ষা করে টরে হেসে বললো মিষ্টি খাওয়ান আপনি বাবা হতে চলেছেন। শুনে তুমি হেসে লজ্জা জড়ানো মুখে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে নিলে ।আমি বাবা হবো ? শুনে কিযে খুশী লাগছিল আমার তা বলে বুঝাতে পারবোনা।
তারপর থেকে কোন ভারি কাজ তোমাকে আমি করতে দিতাম না। খাদ্যের প্রতিও সবসময় যত্ন নিতাম যাতে তুমি আর তোমার পেটের সন্তান কোন রকম অপুষ্টিতে না ভোগো।
তারপর...বছর ঘুরতেই জোনাকি মা তোমার কোল জুড়ে ঘর আলো করে এলো।
ফুলি-মনে থাকবেনা? সব মনে আছে আমার। তুমি মাঠের কাজ সেরে বাড়ি এসে কিভাবে আমাকে সাহায্যে করতে আমায় আগলে রাখতে।
মনু-মনে হয় সেদিনের কথা তাইনা ফুলি-?
ফুলি-হুম, দেখতে দেখতে ষোলটি বছর পার হয়ে গেল তোমার ঘরের বউ হয়ে এসেছি।
জোনাকি হঠাৎ এসে-মা-খুব ক্ষিদে লেগেছে ভাত দাও-আব্বা তুমি কখন ফিরলে-?
মনু-এইতো আসলাম মা। এসে তোর মায়ের সাথে বসে একটু দু,চারটে কথা বলছিলাম।
ফুলি-ওগো, তুমিও স্নান করে এসে খেয়ে নেও।
মনু-হ্যাঁ যাচ্ছি-ঐ তো স্বপ্নও চলে এসেছে
ফুলি-স্বপ্ন বই খাতা রেখে কাপড় পাল্টে রান্না ঘরে খেতে আয় বাবা খাবার দিচ্ছি জোনাকি তুইও আয় মা।
স্বপ্ন- হ্যাঁ আসছি মা-তুমি ভাত বাড়তে লাগো।
মনু দুপুরের ভাত খেয়ে বিকেলে গঞ্জে যেতেই চায়ের দোকানে রহমত চাচার সাথে দেখা--
কখন আসলে চাচা-?এইতো এই মাত্র বাবা
মনু-কালু ভাই আমাদের বিস্কুট আর চা দাও। কালু--দিচ্ছি বসো মনু ভাই।বিস্কুট পানি খেয়ে চা খেতে খেতে তারপর বলেন চাচা-?
পাত্র কে-?বাড়ি কোথায়-?আর কি করে?
ঘটক-পাত্র সখিপুর গাঁয়ের শরিফের শালা বিদেশ থাকে,ভালই কামাই,দেখতেও মন্দনা। মনু- তবে তো ভালই,তা দেনা পাওনার কথা কিছু বলেছে মানে যৌতুক টৌতুক কিছু-?
ঘটক-না এখনো কিছু বলিনি আগে মেয়ে দেখুক যদি পছন্দ করে তখন দেখা যাবে।
মনু-ওরা কবে মেয়ে দেখতে চাচ্ছে চাচা-?
ঘটক-ওরা তো আজকেই দেখতে চাচ্ছিলো
আমি থামাই রাখছি। কালকের কথা বলেছি কাল শুক্রবার আছে তুমি খাওন দাওনের একটু ব্যবস্থা করো মনু। ওদের মেয়ে পছন্দ হলে বিয়ে করে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরতে চাই।
মনু-কিন্তু চাচা এত তাড়াতাড়ি-কি করে-?
ঘটক-তুমি গরীব মানুষ বাপু বেশী খরচ-খরচার দরকার নেই। গাঁয়ের কিছু গণ্য মান্য লোক ডেকে ধরা বিয়ে দিলে হবে।বিয়ের কাজ যতো দ্রুত হয় ততই ভাল বুঝলে? তুমি সেভাবে রেডি থেকো।
মনু-ঠিক আছে চাচা আপনি যখন বলছেন...
ঘটক- তাহলে উঠি বাবাজী কাল দেখা হচ্ছে।
শুক্রবার-বারোটার আগেই ঘটক ছেলে পক্ষ নিয়ে মনুর বাড়ি এলো। নাস্তার পর্ব শেষ হলে পাত্রী দেখানো হলো। পাত্রী ছেলের খুব পছন্দ।
কণে পছন্দের পর যৌতুক নিয়ে দর কষাকষি শুরু হলো। পাত্র পক্ষের দাবী ঘর সাঁজাতে যা লাগে আর একটা মোটর সাইকেল দিতে হবে।
জানালা থেকে জোনাকি আর তার পাড়ার সখিরা সব কথা শুনছে।
গাঁয়ের মেম্বার এলো মনু-মেম্বার সাহেব-? আসেন...বসেন...
বসেন...
ও স্বপ্ন,মেম্বার সাহেবকে বসতে চেয়ারটা দে-বাবা মেম্বার-বসে সব শুনলো। তারপর বললো মনু তুমি কি জানো? বাংলাদেশের আইনে আঠারো বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দন্ডনীয় অপরাধ? আর এই বিয়েকে বাল্যে বিবাহ বলে?যতোটুকু জানি জোনাকির এখনো আঠারো বছর বয়স হয়নি। আর যৌতুক তো তার চেয়েও অমার্জনীয় অপরাধ।
মনু-আমি মূর্খ মানুষ মেম্বার সাব এত কিছু বুঝতে পারিনি। মাথার উপর কন্যা দ্বায় তাই...
এমন সময় মনুর বাড়ি পুলিশের গাড়ি এলো
সবাই হতভম্ব। জোনাকি মায়ের মুখে রাতেই শুনে বিয়ে ঠেকাতে সকালে রাকিকে সবকিছু খুলে বলে। রাকি এ গাঁয়েরই ছেলে রাজশাহী ভার্সিটিতে পড়ে। ওরা দুজন দুজনকে অনেক পছন্দ করে। পড়া লেখা শেষ করে তারপরে ওরা দুজনে বিয়ে করতে চাই। রাকি সব শুনে সকালেই বিষয়টা মেম্বারকে বলে। আর তাই মেম্বার...
আগে থেকে থানার এস,আই,লাল,কে কল করে আসতে বলে। জোনাকি বেরিয়ে এসে মেম্বারকে বলে আমি যৌতুকে বিয়ে করতে চাইনে মেম্বার সাহেব। পড়া লেখা করে আমার নিজের পায়ে দাড়াতে চাই। আমার আব্বার কোন দোষ নেই। আমি কালো বলে হয়তো- আব্বা আমাকে যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে রাজি...
মেম্বার-হুম, সব কিছুই বুঝতে পারছি জোনাকি তারপর এস,আই, লালকে যৌতুক দাবীর সব ঘটনা খুলে বললো মনু মেম্বার।
ইন্সপেক্টর লাল, সব কিছু শুনে যৌতুক দাবী করার জন্য কনস্টেবলদেরকে বললো।।
পাত্রসহ সহযোগীদের এরেস্ট করে গাড়িতে তোলো।
আর ঘটক রহমত চাচাকে বর্তমানের যুগের যৌতুকও বাল্য বিয়ের আইনের বিষয় ভালো ভাবে না জানার কারণে বৃদ্ধ হওয়ায় মনু মেম্বার পুলিশকে ক্ষমার চোখে দেখতে বললো। পুলিশ রহমত ঘটকের দিকে তাকিয়ে মানবিক দৃষ্টিতে ক্ষমা চোখে দেখে বললো ঠিক আছে মেম্বার সাহেব। তবে এরপর এমন করলে কিন্তু...
মেম্বার-জোনাকির বাপ মনুকে বললো দেখো মনু, মেয়ে তোমার কালো তাতে কি হয়েছে?
পড়া লেখা করে আঁধার রাতের জোনাকির আলোর মত এই মেয়ে একদিন তোমার মুখ আলো করবে দেখে নিও।।

ছড়া-ছড়ি

বাংলা জাগো

সুচিত চক্রবর্তী

বাংলা জাগো আর কতদিন
দেখব অবহেলা,
বাংলা দেখাও মিষ্টি সকাল
কেন এমন খেলা?
বাংল জাগো তোমার ভাষা
আজ ও সেরা বিশ্বে
সব বিষয়ে সেরা মুকুট
তাইতো আছো শীর্ষে।

বাংলা জাগো কত মেধা
বাইরে চলে যাচ্ছে,
বাংলা ছেড়ে বাইরে গিয়ে
ওদের ভালো লাগছে?
বাংলা জাগো আত্মবিশ্বাস
আর দিও না বলি,
বিশ্বাসেই আসে শান্তি
চাই না দলাদলি।

বাংলা জাগো প্রকৃতি যে
দিয়েছে উজার করে,
সবুজ বিপ্লব মাঝে মাঝে
বাংলায় ধরা পড়ে।
বাংলা জাগো শিক্ষা, কৃষি
শিল্পে ঝড় তোলো,
স্বাস্থ্য এবং সংস্কৃতির
দরজা এবার খোলো।

বাংলা জাগো হিংসা,ঘৃণা
বিবাদ, বিভেদ নয়,
অলিম্পিকে সোনা জিতে
বাংলা দেখায় জয়।
বাংল জাগো বাংলা মাগো
সহ্যশক্তি দাও,
বেকার যারা ঘুরে বেড়ায়
ওদের পথ দেখাও।

একটি অন্যদিনের গল্প

শংকর সাহা

অফিসের তিনদিন ছুটি পড়ায় গৌড় এক্সপেস ধরার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে দীব্যজ্যোতি। মাস খানেক পরে আজ তার বাড়ি ফেরার পালা। ব্যাগে বাড়ির জন্যে কেজি দুয়েক আমও সে নিয়েছে। রির্জাভেশন টিকিট থাকায় তেমন কোনো চাপ ছিলনা তার। কামরায় ওঠেই জানালার পাশে গিয়ে বসল দীব্যজ্যোতি। “আজ গরমটাও পড়েছে”-বলে পেপারের অংশটুকু নিয়ে স্বস্তির বাতাস করতে থাকে সে। জানালার পাশ দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ব্যাগের চেন খুলে রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’ মুখ গুজে পড়তে থাকে সে। কানে হেডফোন। বইয়ের পাতাটি উল্টোতেই দীব্য হঠাত বুঝতে পারে কে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে রীতিমতো অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। আসলে বরাবর সে মেয়েদের থেকে একটু দূরেই থেকেছে। হঠাত তার দিকে হেসে বছর পঁচিশের একজন বলল, “ আপনার রবি ঠাকুরের গল্প পড়তে ভালোলাগে? ‘

‘হুম! ‘বলে মাথা নোয়ালো দীব্য। “ আচ্ছা, আপনি ‘গল্পগুচ্ছে’র সবগুলো গল্প পড়েছেন? কোন গল্পগুলো ভালো লেগেছে আপনার ?” দীব্য রীতিমতো বিরক্তিকরভাবে বললো, “ সময়ের অভাবে সবগুলো পড়া হয়ে ওঠেনি। আশা রাখছি পড়বো। “ বলেই সে মুখটি জানালার দিকে করে বিড়বিড় করে বলে, “ ওনি এতো শুনে কি করবেন?” হঠাতই সে বলে, “ দেখুন না এতো কথা বলছি কিন্তু পরিচয়টিই হলনা। আচ্ছা, আমি নন্দিনী চক্রবর্তী। মালদা সরলা স্কুলে অ্যাসিট্যান্ট টিচার।। মাত্র দুইবছর হলো আমার চাকুরিসূত্রে এখানে আসা। “ আর আপনি ?

অণুগল্প

এবার দীব্য একটু হেসে বলল,” ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আর অবসর সময়ে লেখালেখি করি। তবে তেমন কিছুই না!”-“ বেশ তো দীব্যজ্যোতিবাবু। লিখে যান। যানেন, ভগবান সবাইকে এইগুণ দেননা। লেখাটা বন্ধ করবেন না প্লিজ! “ নন্দিনীর কথা শেষ না হতেই হঠাত দীব্য অবাক ভাবে বলে, “ আপনার হাত দিয়ে রক্ত পড়ছে না?“ “ ও কিছুনা! অটো থেকে নামবার সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে একটু কেটে গেছে। “ দাঁড়ান”, বলেই ব্যাগ থেকে ব্যান্ডেডটি বের করে দিব্য তাকে দিল। নন্দিনী দীব্যর দিকে তাকিয়ে বলে, কফি খাবেন?” হুম, দিন। বাইরে যা বৃষ্টি!!” কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে নন্দিনী দীব্যর দিকে তাকিয়ে বলে, “ জানেন,মানুষের জীবনটি না অনেকটা নাগরদোলার মতো। যত উপরে যাই দূরের মানুষগুলোকে দেখতে পাই। আর কাছে এলে সেই পরিচিত মুখগুলো.... । “দীব্য কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এদিকে ট্রেন জোরে জোরে জোরে হুইসেল বাজিয়ে চলেছে। “ আমায় এবার নামতে হবে দীব্যজ্যোতিবাবু। ভালো থাকবেন। সত্যি আপনি খুব ভালো! আপনাকে দেবার মতো কিছুই নেই। এই কলমটি দিলাম। ভালো ভালো কবিতা লিখবেন।“ দীব্য ডায়েরীর পাতাটি ছিঁড়ে কবিতার কয়েকটি লাইন লিখে নন্দিনীর হাতে তুলে দেয়। “ নন্দিনী নেমে পড়ে পরের স্টেশনেই। ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। নন্দিনী তাকিয়ে থাকে জানালার দিকে। ধীরে ধীরে দীব্য মিশে যাচ্ছে সেই শহরের কৃত্রিমতায় সকলের ভিড়ে। আজ যেন তার গলাটি খুব শুকিয়ে আসছে। ব্যাগ থেকে জলের বোতলটি বের করতেই নজরে আসে দীব্যর লেখা সেই ডায়েরীর পাতাটি,তার লেখা ‘প্রাক্তন’,কবিতার কয়েকটি লাইন, “জানালার পাশ দিয়ে চেয়ে থাকি, সেই তো গাছ, সেই চেনা বাড়ি সেই ব্যস্ত স্টেশন..
শুধু আজ সে হয়ে গেল প্রাক্তন....” -দীব্যজ্যোতি মুখার্জী, ২৭শে আষাঢ়।

বিশ্ব থাকবে শুদ্ধ

মির মহঃ ফিরোজ

উফ! দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে,
ভালো লাগছে না কিছুই,
দেশের বাতাস যেন হয়ে যাচ্ছে বদ্ধ।

দুর্নীতির কালো ধোঁয়ায় ঢাকছে চারদিক,
পোড়া পোড়া ভারী গন্ধ ; পরিবেশ অস্থির,
দ্রুত গতিতে ছেয়ে যাচ্ছে সর্বত্র।

এ কাজ করছে কারা ?
দুর্বল, অশিক্ষিত, গরীব, অসহায় যারা!
না ভাই না ; এ কাজ করছে প্রতিষ্ঠিত ও সক্ষম সম্প্রদায়।

তাই ভয় হয় ---
এ সমাজ টিকবে তো ?
নাকি, অচিরেই বিলীন হয়ে যাবে মহাকালে!

বড় দুঃখ লাগে, এই ভেবে ---
শিক্ষার এ কি বিকাশ !
নীতি শিক্ষাহীন শিক্ষাই যে আজ, দেশের সর্বনাশ।

মানুষ আজ যন্ত্রসম ; মৌলিকতা নেই ,
লোভ লালসায় জর্জরিত ; কেবল চাই আরো চাই,
তাই, অবৈধ লোভে লিপ্ত হচ্ছে ; করতে অঢেল টাকা কামাই।

টাকা না হলে চলবে না যেমন, এ কথা ঠিক,
টাকাই কিন্তু সব কিছু নয় , এটাও তেমনি ঠিক,
অধিক টাকাই নষ্টের কারণ ; হচ্ছে সব অসামাজিক জীব।

অনৈতিক উপার্জনে যারা গড়ছে টাকার পাহাড় ---
লুম্পেন হচ্ছে তারা ; দেখো তাদের ব্যবহার,
মান সম্মান বিসর্জনে হচ্ছে তারা ছি ছিক্কার।

কেবল শিক্ষিত হলে হবে না তো ; হতে হবে সুশিক্ষিত,
নীতি শিক্ষার হাত ধরে, এগুতে হবে সর্বত্র,
মানবিকতার বন্ধনে সমাজকে করতে হবে গঠিত।

তবেই আবার গড়বে সমাজ, সমাজ হবে উন্নত,
শিক্ষার জয় ধ্বনি ধ্বনিত হবে ; বিবেক থাকবে মুক্ত,
দুর্নীতিমুক্ত সমাজ হবে, বিশ্ব থাকবে শুদ্ধ।

ছড়া-ছড়ি

মন্দ্রিত থাক সমর ধ্বনি

ইমদাদুল ইসলাম

মূর্খ ছড়ায় নিদান বড়ই
চালাবে রাজ রাষ্ট্র শাসন।
দর্শক জ্ঞানী দেখে পাষাণ
খুঁজে দিশা এপাশ ওপাশ,
ঊর্ধ্বে দেখি অসিত নিশান!
এমন যেন বিধির বিধান
বিজ্ঞান লুটায় ধুলোর মাঝে,
কুলটা নাচে সকাল সাঁঝে।
ভাবতে বড় অবাক লাগে
চলছে যেন বড্ডই বাজে।
খাচ্ছে ধমক জ্ঞানী জনে
লুকায় মাথা কুঁড়ো ঘরে,
রাখতে সম্মান ভয়ে ডরে।
বাদ প্রতিবাদ মাথায় ওঠে
আপদ যখন সামনে ঘুরে।
তুলছে দালান দুষ্টু জনে
তারাই এখন কর্তা সবার
গাত্র বলে সমাজ সর্দার।
জ্ঞানী যারা অদ্য বেতাল
রাষ্ট্র ভুঁয়ে বে-সমঝদার ।
প্রজ্ঞা জ্যোতি ঢেকে রেখে
চললে পরে জ্ঞানী গুণী ,
কেমনে দেশ গড়বে শুনি?
বিপ্লব আনো সংস্কারমুখী
মন্দ্রিত থাক সমর ধ্বনি।

শরৎ রাণী

আসগার আলি মণ্ডল

সাদা মেঘের ভাসছে ভেলা
নীল আকাশের গায়
শরৎ রাণী দিচ্ছে উঁকি
পবন পূবে বয়।
চাষের মাঠে ধানের চারা
হাসছে সবুজ হাসি
কাজের শেষে ফিরছে ঘরে
চাষের মাঠের চাষি।
সফেদ কাশ-এ দোলায় মাথা
মাঠের আলের পাশে
শিউলি হাসে ডালে-ডালে
শিশির হাসে ঘাসে।

শরতের আগমন

মহঃ আব্দুর রউফ

কাশের ফুলে দিচ্ছে জানান
শরৎ এলো দেশে,
সাদা মেঘের ভেলারা সব
আকাশে যায় ভেসে।
শিউলির ডালে ফুটেছে ফুল
সুবাস ছড়ায় রাতে,
ভোরের বেলায় পড়বে ঝরে
শিশির বিন্দুর সাথে।
প্রভাত বেলায় শিশির কণা
জমে লতা ঘাসে,
অরুণ আলোয় দীপ জ্বেলে যায়
মুক্তোর মতো হাসে।
ফুল বাগিচায় ফুলের বাহার
রঙবেরঙে ফুটে,
অলি ভ্রমর মধুর লোভে
ফুলের বনে ছুটে।
শরৎ এলেই ব্যস্ত সবাই
একটি বছর পরে,
আগমনির সুর ভাসে ওই
আসছে উমা ঘরে।

মিলাদুন্নবী

সারিউল ইসলাম

জাহেলী যুগের অন্ধকারে
ডুবেছিল সব কিছু,
এসে তিনি বদলে দিলেন
সামনে থেকে পিছু।
সোমবারের প্রভাত কালে
এসেছিলেন ধরার বুকে,
শান্তির বাণী বলেছিলেন
তার সেই মধুর মুখে।
হিংসা-বিদ্বেষ বন্ধ করে
যিনি জ্বালালেন আলো,
তাহার সঙ্গী হলে আমি
হতো কতোই না ভালো।
লিখছি এসব তারই নামে
নই গো আমি কবি,
এসো দরুদ-ইবাদতে
পালন করি, এই মিলাদুন্নবী।

অভয়ার জয়

গোপা সোম

তরুণ চিকিৎসক তুমি, অতীব মেধাবী,
তোমার হাতের সুচিকিৎসা রোগীদেরই দাবী।
কর্মে তোমার নিষ্ঠা অতি, তুমি কর্মযোগী ,
রাত জেগে করতে সেবা সুস্থ হওয়াবধি।
হলে তুমি নির্যাতিতা রাতের সে আঁধারে,
বধিল তোমায় পিশাচের দল, নিষ্ঠুর বিচারে।
শান্ত তুমি নিষ্পাপ তুমি, না বুঝলে কোনো ছল শিকার হলে,
হারালে প্রাণ, ছিল না জনবল।
দুচোখে তব রুধির ধারা, শুকিয়ে চোখের জল,
বহু যাতনায় সঁপিলে প্রাণ, যোগালে মনোবল।
নিজের রাজ্য, দেশ নয় কেবল, বিদেশে রটলো কথা,
বিশ্ববাসী চাইছে বিচার, জেনে তোমার ব্যথা।
একা তুমি নয়কো কভু, না তোমার পরিবার
তাইতো আজ গর্জে উঠেছে গোটা বিশ্বের দরবার।

অনুমান

সৌমেন্দু লাহিড়ী

তোমার কাছের মানুষগুলি কেমন যেন তোমার পর হয়ে যাচ্ছে,
আবার অনেক দূরের মানুষজন তোমার আপন হচ্ছে,
তুমি বোধহয় ঠিক পথেই হাঁটছো কবি, আমার মনে হচ্ছে।
যাদের তুমি একান্ত নিজের ভাবতে,
তোমার উন্নতিতে তাদের জ্বালা ধরছে,
তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে,
কবি তুমি ঠিক পথ ধরেই এগিয়ে চলেছো, আমার মনে হচ্ছে।
কবি একদিন যখন তুমি তোমার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবে,
উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছাবে,
যখন তোমাকে টেনে হিঁচড়ে নিচে নামাবার
শত চেষ্টা করেও তারা বিফল হবে,
তখন তারা ক্লান্ত হয়ে সব হাল ছেড়ে দিয়ে শান্ত হবে।
কবি পথ কিন্তু তোমার সঠিক, আমার মনে হচ্ছে।

ইউনাইটেডের সহজ জয়ে গোল পেয়েছেন আর্জেন্টিনার গারনাচোও

আপনজন ডেস্ক: ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও সাউদাম্পটনের মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাস আর ম্যাচের শুরুটা ঠিক মিলছিল না! এ ম্যাচের আগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ ১৪ ম্যাচে কোনো জয় নেই সাউদাম্পটনের। কিন্তু ম্যাচের প্রথম ৩০ মিনিটে ইউনাইটেডের ওপর ছড়ি ঘোরাল সেই দলটিই। যদিও তেমন কোনো হুমকি তারা তৈরি করতে পারেনি। পরে অবশ্য ইতিহাস ঠিক রেখে মাতিয়াস ডি লিখট, মার্কাস রাশফোর্ড ও আলেহান্দ্রো গারনাচোর একটি করে গোলে ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে ইউনাইটেড।

ইউনাইটেড সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় ৩১ মিনিটে। ইউনাইটেডের পর্তুগিজ ডিফেন্ডার দিয়োগো দালত বক্সের মধ্যে ফাউল করেন সাউদাম্পটনে অভিষিক্ত টাইলার ডিবলিংকে। পেনাল্টি পায় সাউদাম্পটন। কিন্তু ক্যামেরন আর্চারের নেওয়া পেনাল্টি ঠেকিয়ে দেন ইউনাইটেডের গোলকিপার আন্দ্রে ওনানা। সাউদাম্পটনের জন্য এটা যেন দেজা ভ্যু! ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ইউনাইটেডের বিপক্ষে পাওয়া দুটি পেনাল্টি থেকেই গোল করতে ব্যর্থ হলো তারা। এর আগে ২০১৭ সালে পেনাল্টি থেকে ইউনাইটেডের বিপক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন সের্হিও রোমেরো।

সাউদাম্পটনের এই পেনাল্টি মিসের পরই যেন খেলার মোড় যায় ঘুরে। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় ইউনাইটেড। ৩৪ মিনিটে দুর্দান্ত একটি আক্রমণ করেও গোল পায়নি তারা। তবে পরের মিনিটেই ডি লিখট গোল করে এগিয়ে দেন ইউনাইটেডকে। শর্ট কর্নার থেকে ব্রুনো ফার্নান্দেজকে বল দিয়েছিলেন ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন। দেরি না করে ফার্নান্দেজ ক্রস বাড়ান বক্সের মধ্যে। সেখান থেকে দুর্দান্ত হেডে করা গোলটি ইউনাইটেডে ডি লিখটের প্রথম। ৬ মিনিট পর ইউনাইটেডকে দ্বিতীয় গোল এনে দেন রাশফোর্ড। এবারও গোলের উৎস শর্ট কর্নার। শর্ট কর্নার থেকে বল পান রাশফোর্ড। বল পেয়ে বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শট নেন তিনি। বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বল চলে যায় জালে।

২-০ গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধ শুরু করা ইউনাইটেড একের পর এক আক্রমণ করে যায় সাউদাম্পটনের বক্সে। কিন্তু গোল কিছুতেই পাচ্ছিল না। অবশেষে ইউনাইটেডকে যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে তৃতীয় গোল এনে দেন ৭৩ মিনিটে রাশফোর্ডের বদলি হিসেবে নামা আর্জেন্টিনার ফরোয়ার্ড গারনাচো। এর আগে ৭৯ মিনিটে তাঁকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন সাউদাম্পটনের স্টিভেনস।

হলান্ডের রেকর্ডে সিটির জয়, হার লিভারপুলের

আপনজন ডেস্ক: ইতিহাদ গ্যালারির দর্শক আসনে ঠিকঠাক বসার আগেই গোল! না, ম্যানচেস্টার সিটির নয়, ব্রেন্টফোর্ডের। রেফারি ম্যাচ-শুরুর বাঁশি বাজানোর পর সেকেন্ডের কাঁটা ২২-এ যেতেই ইওয়ান উইসার হেডে এগিয়ে গেল সফরকারীরা। তবে দুই সপ্তাহ বিরতির পর মাঠে নামা সিটির জন্য শেষ পর্যন্ত এটি ছোটখাটো একটা হোঁচটের চেয়ে বেশি কিছু হতে পারেনি। ম্যাচের বাকি সময়ে দাপট যে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরাই দেখিয়েছে। সিটি বলার চেয়ে আর্লিং হলান্ডই বলা ভালো। আগের দুই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করা এই নরওয়েজীয় তারকা এ দফায় করেছেন জোড়া গোল, ম্যানচেস্টার সিটিও তাতে ব্রেন্টফোর্ডকে হারিয়েছে ২-১ ব্যবধানে। সিটি যখন ইতিহাদে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে, অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের শেষটা তখন বিষাদের। ঘরের মাঠে নটিংহাম ফরেস্টের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আর্নে স্লটের দল। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ইপসউইচ টাউন এবং ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে টানা দুই হ্যাটট্রিকে মাঠ ছেড়েছিলেন হলান্ড। কালও দাঁড়িয়ে ছিলেন হ্যাটট্রিকের হ্যাটট্রিক কীর্তির সামনে। তার আগে অবশ্য শুরুটা ছিল হোঁচটের। ২২ সেকেন্ডে করা ব্রেন্টফোর্ডের গোলটি এবারের প্রিমিয়ার লিগের দ্রুততমই নয়, লিগ ইতিহাসে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিপক্ষেই দ্রুততম। সিটি অবশ্য নিজেদের গুছিয়ে নিতে বেশি সময় নেয়নি। ১৯ মিনিটেই সমতা নিয়ে আসেন হলান্ড। কেভিন ডি ব্রুইনার বাড়ানো বল ধরে খানিকটা ঘুরে এক প্রান্ত থেকে যে শটটি নেন, সেটি জালে যাওয়ার আগে ব্রেন্টফোর্ডের এক খেলোয়াড়ের পায়েও লাগে। হলান্ড তাঁর দ্বিতীয় গোলটি করেন ম্যাচের ৩২ মিনিটে। গোলকিপার এদেরসনের লম্বা করে বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সামনে এগিয়ে ব্রেন্টফোর্ড গোলকিপার মার্ক ফ্লেকেনকে ফাঁকি দিতেই সমস্যাই হয়নি। আর এই গোলেই প্রিমিয়ার লিগে একটি রেকর্ডের মালিক হয়ে গেছেন ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। মৌসুমের প্রথম চার ম্যাচেই ৯ গোল, প্রিমিয়ার লিগে এমন কীর্তি আর কারওই নেই। ম্যাচের প্রথমার্ধের মধ্যে দুই গোল করে হলান্ডের লক্ষ্য ছিল তৃতীয়টির। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোল মুখে দুটি শট নিয়েও বল জালে পাঠাতে পারেননি। এর মধ্যে একবার হয়নি ব্রেন্টফোর্ড গোলকিপার দৃঢ়তায়। এ দিকে লিভারপুল নিজেদের মাঠে হেরেছে গোল করতে না করতে পারার ব্যর্থতায়। ম্যাচের ৭২ মিনিটে নটিংহামের জয়সূচক গোলটি করেন কালাম ওদোই। এই হারে লিভারপুলের পয়েন্ট তালিকার অবস্থানে আপাতত নড়চড় হয়নি। এখনো দুইয়েই আছে আর্নে স্লটের দল (৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট)। চার ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ম্যানচেস্টার সিটি।

৪৭ বলে ৮৭ রানের ঝড় লিভিংস্টোনের

অজিদের হারিয়ে সিরিজ সমতায় আনল ইংল্যান্ড

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার হারলেই সিরিজ হাতছাড়া হয়ে যেত ইংল্যান্ডের। কারণ তাদের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২৮ রানে জিতেছিল সফরকারী অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ম্যাচে তারা জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, জশ ইংলিশ ও ট্রাভিস হেডের ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে প্রথম ইনিংসে ১৯৩ রান সংগ্রহ করে। বড় লক্ষ্যের বিপরীতে নিজের ৫০তম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা লিয়াম লিভিংস্টোন দেখালেন অলরাউন্ড নৈপুণ্য। যাতে ভর করে ইংলিশরা ৩ উইকেটের জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের সিরিজ শেষেই অজিদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। যেখানে দলে রাখা হয়নি লিভিংস্টোনকে। গত তিন বছর ধরেই ইনজুরিপ্রবণ ক্যারিয়ার গড়ছিলেন লিভিংস্টোন, এরই মাঝে কাল ছিল তার ৫০তম টি-টোয়েন্টি। কার্ডিফের ম্যাচটিতে ৪৭ বলে ৮৭ রান এবং বল হাতে ১৬ রানে ২ উইকেট শিকার করে তিনি দলকে জয় এনে দিয়েছেন। নিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলতে নামা জ্যাকব বেথেলকে সঙ্গে নিয়ে ৯০ রানের জুটি গড়েন লিভিংস্টোন। টি-টোয়েন্টির অন্যতম সেরা স্পিনার অ্যাডাম জাম্পাকে টানা চারটি বাউন্ডারিতে ২০ রান করেন বেথেল। তবে দলের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েই ২৫ রান বাকি থাকতে আউট হয়ে যান তিনি। ২৪ বলের ইনিংসে নজরকাড়া ব্যাটিংয়ে ৪৪ রান করেন। প্রায় শেষ পর্যন্ত ক্রিজে থেকে স্বাগতিকদের জয় নিশ্চিত করেন লিভিংস্টোন। ৪৭ বলে ৮৭ রানের ইনিংসে তিনি ৬টি চার ও ৫টি ছক্কা হাঁকান। আর তাতেই ৩ উইকেট ও এক ওভার বাকি থাকতে লক্ষ্য পেরিয়ে যায় ইংল্যান্ড।

অজিদের হয়ে ম্যাথু শর্ট আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে প্রথমবার ৫ উইকেট পেলেও, জয়ের হারে সেটি বৃথা গেল। এর আগে অস্ট্রেলিয়ান এই ওপেনার ব্যাট হাতে করেছিলেন ২৪ বলে ২৮ রান। আরেকপ্রান্তে টি-টোয়েন্টিতে দারুণ ধারাবাহিক ট্রাভিস হেড এদিন ব্যাট হাতে ঝড় তোলার অভ্যস্ততা দেখিয়েছেন। যদিও হেড মাত্র ১৪ বলে ৩১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ফিরে যান। সিরিজে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্ক ৩১ বলে ৫০ রান করেন। তার সঙ্গে মিলিয়ে ২৬ বলে ৪২ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন জশ ইংলিশ। শেষদিকে ক্যামেরন গ্রিন ও অ্যারন হার্ডি ঝোড়ো ক্যামিওতে নির্ধারিত ওভারে ১৯৩ রানের বড় পুঁজি পায় অস্ট্রেলিয়া।

ইংলিশদের হয়ে সর্বোচ্চ দুটি করে উইকেট নেন লিভিংস্টোন ও ব্রাইডন কার্স। সিরিজের শেষ ম্যাচে রোববার ওল্ড ট্রাফোর্ডে মুখোমুখি হবে দুই দল।

ইস্টবেঙ্গলের আইএসএল শুরু হল পরাজয়ের মধ্য দিয়ে

আপনজন ডেস্ক: আই এস এল-এর এখন পঞ্চম মরসুম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইস্টবেঙ্গল প্রথম ম্যাচে জয়ের মুখ দেখলো না। শনিবার বেঙ্গালুরুর এফসির বিপক্ষে ০-১ গোলে হেরেছে কারলেস কুয়াদ্রাতের দল। ২৫ মিনিটে বেঙ্গালুরুর উঠতি প্রতিভা বিনীত ভেঙ্কটেশ একটি দারুন শটে গোল দেন। ২৭ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন লালচুংনুঙ্গা। ম্যাচের বাকি সময়টা ইস্টবেঙ্গল কে মাত্র ১০ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলা চালিয়ে যেতে হয়। তা সত্ত্বেও মাদিহ তালাল, অমন সি কে-রা সমতা ফেরানোর জন্য যথেষ্ট সমন্বিত প্রচেষ্টা করেছিলেন। তবে সহজবোদ্ধ সুযোগ নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ লাল-হলুদ দলকে খালি হাতেই ব্যাঙ্গালুরু ছাড়তে হচ্ছে। পারফরমেন্স এর উন্নতি না হলে এবারেও আইএসএলে ভালো অবস্থান নিশ্চিত করতে পারবে না ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণাত্মক ভাব বেশি থাকলেও নন্দকুমার শেখর রা গোল করতে পারেননি। ১২ মিনিটে জ্যাকসন সিং বক্সের ওপার থেকে একটি শক্তিশালী শট নিক্ষেপ করেন। সেই শট রুখে দেন ব্যাঙ্গালোরের গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। ৮৫ মিনিটে লালচুংনুঙ্গার পাশ থেকে পেনাল্টি এলাকায় বল পান ক্লেটন সিলভা। তবে তার প্রচেষ্টা গোলপোস্টের ওপর দিয়ে যায়। আমান ও তালাল বিকল্প হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু প্রথমে কেন তাদের লাইন আপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তা স্পষ্ট নয়। মহম্মদ রাকিপের পরিবর্তে আমান শুরু করলে উইং অ্যাসাল্ট আরও কার্যকর হতো।

আইএসএল-এ ক্রিস্টাল জনের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সম্পর্ক সাপে-নেউলের। এদিন ম্যাচ শুরু হওয়ার ২১ মিনিটের মধ্যে নন্দকুমার, লালচুংনুঙ্গা ও হেক্টর ইয়ুস্তেকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে দেন রেফারি। বেঙ্গালুরুর ফুটবলাররা ফাউল, তর্ক করলেও তাঁদের জন্য রেফারির পকেট থেকে কার্ড বের হয়নি। ৮৫ মিনিটে বক্সের ঠিক বাইরে বিষ্ণু পি ভি-কে ফাউল করা হয়। বক্সে গিয়ে পড়েন বিষ্ণু। কিন্তু পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। তিনি বহু ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শনিবারও সেটাই দেখা গেল।

কর্নাটকে জাতীয় স্তরের মডেল তৈরি প্রতিযোগিতায় ২য় হল রাজারহাটের বিদ্যালয়

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● রাজারহাট

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণের রাজ্য কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের এস টি ই এম (সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড ম্যাথামেটিকস) ২০২৪ মডেল তৈরি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হল উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার রাজারহাটের বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়। প্রতিযোগিতা টি আয়োজন করে এস টি ই এম এবং ব্রিললিও। প্রতিযোগিতা টি অনুষ্ঠিত হয় বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল হিল ভিউ পাবলিক স্কুলে। চলতি মাসে (সেপ্টেম্বর ২০২৪) অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় স্থানীয় স্তরে দেশের ২০ টি রাজ্য থেকে ২০০ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। জাতীয় তথা চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩০ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাত্র ৩ টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। বিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন অষ্টম শ্রেণীর দুই শিক্ষার্থী শেখ ফারহান উদ্দিন ও জিসান বৈদ্য। পরামর্শদাতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক সুবিনয় ঠাকুর। দুই প্রতিযোগিতা কে আয়োজক সংস্থার পক্ষ থেকে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। আলাদা করে বিদ্যালয়কে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

শেখ ফারহান উদ্দিনের বাড়ি মহম্মদপুর গ্রামে। তার বাবা মহম্মদ সফি উদ্দিন পেশায় ভুমি দফতরের কর্মী। মা ফিরদৌসি বিবি গৃহকর্ত্রী। বোন সিফা সুলতানা দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া। ভবিষ্যতে সফটওয়্যার ডেভেলপার হতে চায় ফারহান। জিসান বৈদ্যর বাড়ি লাউহাটি গ্রামে। বাবা নাইমুল ইসলাম পেশায় দর্জি। মা আঞ্জুয়ারা বিবি গৃহকর্ত্রী। জিসান বৈদ্যর ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রকৌশলী (ইঞ্জিনিয়ার) হওয়া। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব মিত্র " দৈনিক আপনজন" প্রতিনিধি কে বলেন, 'জিসান ও ফারহান বিদ্যালয় তথা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যাক্তিগণ ও রাজারহাটবাসী কে ভীষণ ভাবে গর্বিত করেছে।"

রাজ্যের ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হল ডায়মন্ড হারবারে

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা: হা:

আপনজন ডেস্ক: স্বামী বিবেকানন্দে বলেছিলে "গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা উত্তম"। আর পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাটো প্রয়োজন রয়েছে প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী জীবনে আর তাই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবারে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হলো ৬৮ তম রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতা। রাজ্য বিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংসদের উদ্যোগে ৩ দিনের দাবা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় শনিবার।

রাজ্যের ২১ টি জেলার অনূর্ধ্ব ১৪,১৭ ও ১৯ বছরের মোট ৩৬৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেন রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায়। রাজ্য দাবা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী অংশগ্রহণ করবে জাতীয় স্তরের দাবা প্রতিযোগিতায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ, রাজ্য বিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংসদের সভাপতি গৌরাঙ্গ মন্ডল সহ-সভাপতি মইদুল ইসলাম, গোল্ড মেডেলিস্ট দাবারু মিত্রাভ গুহ, ডি আই নজরুল হক সিপাই, এ ডি আই সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মূলত বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকটাই উদ্বুদ্ধ এবং খুশি এমন প্রতিযোগিতা হওয়াতে।

মহামেডানে আসছেন পর্তুগিজ তারকা রুইজ

আপনজন ডেস্ক: মহামেডানে আবারও আসতে চলেছেন নতুন বিদেশি খেলোয়াড়। আইএসএল-এর জন্য পর্তুগিজ তারকা নুনো রুইজকে দলে নিতে চলেছে সাদা কালো ব্রিগেড। মহম্মদ কাদিরির পরিবর্তে রুইজকে নিয়ে আসা হচ্ছে। কারণ, ডিফেন্সিভ মিডিও কাদিরি প্রাক্-মরশুম প্রস্তুতি চলাকালীন চোট পেয়ে দীর্ঘদিনের জন্য মাঠের বাইরে চলে গেছেন। তাই তাঁর পরিবর্তে রুইজকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতায় আসার কথা তাঁর। জানা যাচ্ছে, এক বছরের চুক্তিতে পর্তুগালের তারকাকে দলে নিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবল দল।

ক্লাব সূত্রে খবর, তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যেই চুক্তি সেরে ফেলেছে ক্লাব। ভিসার প্রক্রিয়া সঠিক সময়ে শেষ হলে, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মহমেডানের প্রথম ম্যাচের আগেই কলকাতায় চলে আসার কথা রুইজের। আইএসএল-এর প্রথম থেকেই মাঠে নামার কথা রয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দেশের তারকার।

উল্লেখ্য, মোহনবাগান তারকা জেমি ম্যাকলারেনের সঙ্গে একই ক্লাবে খেলেছেন মহামেডানের এই নতুন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারের শুরু স্পোর্টিং লিসবন থেকে। যে ক্লাবে খেলে নিজের ফুটবলজীবন শুরু করেছিলেন স্বয়ং 'সিআর৭'-ও। এরপর লিসবন থেকে অস্ট্রেলিয়ার এ-লিগে খেলতে আসেন রুইজ। তারপর সেখানেই মেলবোর্ন সিটি ক্লাবে ম্যাকলারেনের সঙ্গে খেলেন তিনি।

মূলত, ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার হলেও রাইট-ব্যাক এবং সেন্টার-ব্যাক পজিশনেও খেলতে যথেষ্ট পটু এই পর্তুগিজ তারকা।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরেই প্রথমবার আইএসএলে খেলতে নামবে মহামেডান।

স্বভাবতই, তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ বাড়ছে সাদাকালো সমর্থকদের মধ্যে। সেইসঙ্গে, দলের কোচ আন্দ্রে চেরনিশভও যথেষ্ট আশাবাদী গোটা দলকে নিয়ে। তাঁর কথায়, ছেলেদের মধ্যে কোনও নেতিবাচক মনোভাব নেই।

পুলিশের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতা

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং রায়না থানার সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো রায়না থানার অন্তর্গত নারুগ্রাম ফুটবল মাঠে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় শুক্রবার, আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি ফুটবল টিমকে নিয়ে। শনিবার সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসডিপিও সদর সাউথ অভিষেক মন্ডল, সিআইসি তপন কুমার বসাক, রায়না থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা, খণ্ডঘোষ থানার ওসি পঙ্কজ নস্কর এবং মাধবডিহী থানার ওসি অনুপ কুমার দে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় শ্যামসুন্দর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, যেখানে দুই-এক গোলে সেহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুটবল টিম জয়ী হয়। গোলরক্ষক ও গোলদাতা সহ রানার্স এবং উইনারস টিমকে বিভিন্ন প্রাইজ ও একটি করে সুন্দর ট্রফি প্রদান করা হয়। এসডিপিও সদর সাউথ অভিষেক মন্ডল বলেন, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও দুই দলই অসাধারণ খেলার কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন থানার নেতৃত্বে আরও ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**